CMYK

Commemorating
80th Birth Anniversary
Of Hrishikesh Saha

Health Camp
Lal Bahadur Byamagar
10 am

Medha Utsav
Agartala Press Club
6 pm

14th December 2020

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 6 December, 2020 ■ আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপিতে অন্তর্কোন্দলের রীতি নেই

আমি শুধুই প্রভারি, তাতে কারোর ওপর প্রভাব পড়বে না ঃ বিনোদ সোনকর

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বিজেপি-তে অন্তর্কোন্দলের কোনও রীতি নেই। কারণ, বিজেপি কার্যকর্তাদের অনুশাসন সারা দেশে অনুকরণীয়। ত্রিপুরা সফরে এসে সংবর্ধনা সভায় সকলকে দলীয় অনুশাসন এভাবেই মনে করালেন দলের নবনিযুক্ত প্রভারি বিনোদ সোনকর। সাথে তিনি আশ্বস্তও করেছেন, তিনি শুধুই প্রভারি, তাতে কারোর ওপর কঠোর প্রভাব পড়বে না।

সম্ভবত, খুবই কঠিন সময়ে ত্রিপুরার দায়িত্ব পেয়েছেন বিনোদ সোনকর। কারণ, শাসক দল হওয়া সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে অন্তর্সংঘাত শিরোনামে স্থান পায়। তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ত্রিপুরায় বিজেপি দ্বিখণ্ডিত। শাসক দলের অন্দরে বিরোধিতার লড়াই চলছে। অবশ্যই, এই পরিস্থিতি দলের হাইকমান্ডকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিচ্ছে, এমনটা দাবি করারও অবকাশ খুবই ক্ষীণ। ফলে, নবনিযুক্ত প্রভারির ত্রিপুরা সফরে নতুন রাজনীতির সমীকরণ লক্ষ্য করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগরতলা বিমানবন্দরে বিনোদ সোনকর।

আজ সংবর্ধনা সভায় বিনোদ সোনকর আগাগোড়া কার্যকর্তাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। বারবার তিনি কার্যকর্তাদের ত্রিপুরায় সাফল্যের জন্য পিঠ চাপড়েছেন। বিচক্ষণ নেতৃত্বের পরিচয় হিসেবে সকলে এমনটাই হয়ত আশা করেছিলেন। এদিন তিনি বলেন, বুথ স্তর থেকে আজ আমি এই স্থানে পৌঁছেছি। তাই, কার্যকর্তাদের ত্যাগ, বলিদান আমার কাছে অজানা নয়। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর্তাদের অবদান কখনও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু, এখন থেমে গেলে হবে না। পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত বিজেপি-র বিজয় কেতন উড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপায় খুঁজে বের করতেই এসেছি। তাঁর বিশ্বাস, ত্রিপুরায় সরকার প্রতিষ্ঠা করার কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে। ফলে, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকার কথা নয়।

সোনকর মনে করিয়েছেন, বিজেপি-তে অন্তর্কোন্দলের কোনও রীতি নেই। তাঁর কথায়, সরকার এবং শাসক দলে সংঘর্ষের কোনও রীতি নেই বিজেপি-র। সকলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবর্ধনা সভায় অনুপস্থিতি, বিদ্রোহীরা আরও আগ্রাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। নবনিযুক্ত প্রভারীর রাজ্য সফরে শাসক দল বিজেপিতে বিদ্রোহের দাবানল আরও প্রকট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিনোদ সোনকরের সংবর্ধনা সভায় বিজেপির বিদ্রোহী গোষ্ঠী অনুপস্থিত থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোনও ভাবেই তাদের দমানো যাবে না। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল থেকে শুরু করে সুদীপ রায় বর্মন ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বাকি বিধায়কসহ অনেকেই এদিন সংবর্ধনা সভায় অংশ নেননি। ভীড়ে ঠাসা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নং হলে বিদ্রোহীদের অনুপস্থিতি নবনিযুক্ত প্রভারীর সংগঠন পরিচালনা আরও কঠিনতর করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। সূত্রের দাবি, রবিবার একেক করে বিদ্রোহীদের বক্তব্য শুনবেন বিনোদ সোনকর।

রাজ্যে গত কয়ক মাস ধরেই শাসক দলের অন্দরে বিদ্রোহ তুষের আগুনের মতো বাড়ছিল। দিল্লী গিয়েও তারা খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তবে, সাংগঠনিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে তাদের ধৈর্য্য ধরার বার্তা দিয়েছে বিজেপি হাইকমান্ড। কিন্তু, বিদ্রোহী গোষ্ঠী কোনও ভাবেই ধৈর্য্য ধরার পক্ষে নন। ফলে, কিছুদিন পরপর তাদের গতিবিধি বিরোধীদের কাছে রসদ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। পরিস্থিতি দেখে রাজ্যে বিরোধীদের ভূমিকায় বিদ্রোহীরাই অবতীর্ণ হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, এই অসন্তোষের পিছনে রহস্যের সন্ধানে কারোর কোন মাথা ব্যাথা রয়েছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বিজেপির সাথে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সুদীপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাকঘর থেকে টাকা তুলতে গিয়ে ঘরে ফিরেনি গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। লংতরাই ভ্যালি মহাকুমার ৮২ মাইল এলাকা থেকে এক গৃহবধূ নিখোঁজ হয়েছেন। এ ব্যাপারে নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে নিখোঁজ মহিলার স্বামী জানান তার স্ত্রী বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল।

ঘটনা গত ২১ শে নভেম্বর এর। বাজারে শাশুড়িকে দাঁড় করিয়ে রেখে গৃহবধূ বলেছিল তিনি নাকি পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলতে যাচ্ছেন। তারপর থেকে ওই গৃহবধূর আর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে তার কোন হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর এবপারে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

তার স্বামী জানান এখন পর্যন্ত তার কোন হদিস মেলেনি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত ঘটনার কোনো ক্লো খুঁজে পায়নি।

মেলাঘরে ঘুমন্ত মহিলাকে ছুরিকাহত করল দুস্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর থানা এলাকার চণ্ডীগড়ের কালাপানিয়া এলাকায় এক গৃহবধূকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরিকাহত করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। ছুরিকাঘাতে আহত মহিলার নাম রত্না নম।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে ওই মহিলা নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দুই দুষ্কৃতিকারী এসে তার ঘরে ঢুকে তাকে ছুরিকাহত করে।মহিলার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এদিকে ঘটনা সংঘটিত করে দুস্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন রা ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যান।

তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মেলাঘর হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মেলাঘর থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারীদের আটক করতে পারেনি পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চন্ডিগড় এর কালাপানিয়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ ও দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে বলে জানা যায়। কেন এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে অবশ্য এখনো বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পূর্ব বিরোধের জেরে মহিলাকে ছুরিকাহত করে হত্যার চেষ্টা করেছিল দুস্কৃতিকারীরা। বর্তমানে ছুরিকাঘাতে আহত মহিলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ মৃত্যুকাণ্ডে জড়িত ধৃত যুবক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত

ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে পানিসাগরে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির জাতীয় সড়ক অবরোধে জনরোষে ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ দেবু মালাকার (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। মূলত, ২১ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে অবরোধকারী শ্রীকান্ত দাসের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজিত জনতার জনরোষের শিকার হয়েছিলেন ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

প্রসঙ্গত, উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে ২১ নভেম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ চলাকানীল সংঘটিত গুলি চালানোর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে পাঁচলক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওইদিনই ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার মর্মান্তিক মৃত্যুকে ঘিরে ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনজাতিভিত্তিক সংগঠন লাগাতার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

সেদিনের ঘটনায় পানিসাগর থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল রাতে পুলিশ কাঞ্চনপুরে গিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের কারণে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ অর্ধসমাপ্ত করে গেছে, জানিয়েছেন নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পানিসাগরে ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনায় আজ সকাল ৮-টা নাগাদ কাঞ্চনপুর থানাধীন সুব্রতনগর এলাকা থেকে পুলিশ দেবু মালাকার নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ সাতদিনের রিমান্ড চেয়েছিল। কিন্তু, আদালত পঁচদিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে। তাঁর কথায়, ওই ঘটনায় খুব শীঘ্রই আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

পৃথক জায়গায় যান সন্ত্রাসে হত এক, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বিজেপি দলের রাজ্য প্রভারী সোনকরকে বাইক রেলীকরে স্বাগত জানিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত বিজেপি কার্যকর্তা। মৃত বিজেপি কার্যকর্তার নাম শংকর সরকার। বাড়ি বাগমা মন্য পাড়া বি এস এফ চৌমুহনী এলাকায়। নিহত শংকর সরকারের বাইক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ও গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা উদয়পুর ও বাগমা এলাকায়।

শনিবার মাতাবাড়িতে বিজেপির নব নিযুক্ত রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকরের ত্রিপুরায় আগমনকে কেন্দ্র করে উদয়পুর মাতাবাড়িতে উনাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য বাগমা থেকে মাতাবাড়ি পর্যন্ত বিজেপির বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বাইক মিছিলের পর বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে বিজেপি কার্যকর্তা শংকর সরকার নিহত হন। শংকর সরকারকে পেছন থেকে একটি ধাক্কা দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। তেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শংকর সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শংকর সরকারের এক ছেলে তিন বিবাহিত মেয়ে বর্তমান আছে। উনি বি এস এফ চৌমুহনীতে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী।বাগমা মৎস সমবায় সমিতির সদস্য।শংকরের অকাল প্রয়ানে পরিবার সহ গোটা বাগমা সহ উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামছড়ায় অপহরণকাণ্ডে ধৃত এক অপহৃতের খোঁজ চলছে ঃ এসপি

ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। গভীর রাতে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে এক ব্যক্তিকে অপহরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে অপহৃতকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপহৃতের হদিশ মিলবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ নভেম্বর গভীর রাতে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে লিটন নাথকে অপহরণ করেছিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। মুক্তিপণ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছিল তারা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া থানাধীন কাটুয়া ব্রিজ সংলগ্ন জয়রামপাড়ায় বছর পঁয়ত্রিশের লিটন নাথকে অপহরণের পর এখনও তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি।

আজ শনিবার উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অপহৃতের সন্ধানে অসম ও ত্রিপুরা পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। খেদাছড়া থেকে পোহিলা রিয়াং (৪৫)-কে আজ আটক করা হয়েছে। ওই অপহরণের ঘটনায় কোহিলা যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশ সুপার দাবি করেন। ইতিমধ্যে তাকে খেদাছড়া থেকে দামছড়া থানায় আনা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপহৃতের সন্ধান এবং বাকি অপহরণকারীদের খোঁজ মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ দেবু মালাকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজ্যে আসবেন বজরং দলের রাষ্ট্রীয় সংযোজক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। কোভিডের কারণে দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়। কোভিড পরিস্থিতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে। বজরং দল রাষ্ট্রীয় সংযোজক সোহন সলঙ্কি দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে প্রবাসে বেড়িয়েছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরায় প্রবাস করবেন তিনি।

আগামী ৮ ডিসেম্বর রাতে আসবেন তিনি। গীতা ভবনে আসবেন। একই দিনে রবীন্দ্রভবনে বজরং দলের যুবশক্তি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনে বক্তব্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড পজিটিভ হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভর্তি হাসপাতালে

চণ্ডীগড়, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। গত ২০ নভেম্বর হরিয়ানার আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের একটি হাসপাতালে কোভাক্সিন টিকার ডোজ নিয়েছিলেন হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ। এবার অনিল ভিজও করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন। শনিবার অনিল ভিজ নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, "আমি করোনা আক্রান্ত হয়েছি।" অনিল ভিজে টুইটারে লিখেছেন, "আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।"

গত ২০ নভেম্বর ভারত বায়োটেকের ভ্যাকসিন কোভ্যাক্সিনের ডোজ নিয়েছিলেন হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ওয়েবসাইটের সূচনা

কর্মসংস্থানে দৃঢ় আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীকে দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ শনিবার রাজ্য সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ওয়েবসাইট https://tripurasundari.tripura.gov.in-এর সূচনা করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরও বলেন, ৫১টি শক্তিপীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির-এ পূজা, আরতি এখন ঘরে বসেই সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। পাশাপাশি, অনলাইনে দান করার সুযোগও রয়েছে। তাতে কর ছাড় মিলবে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ওই ওয়েবসাইট প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষকে আকর্ষিত করবে। সাথে বাড়বে পর্যটকের সংখ্যাও। তাঁর দাবি, পর্যটনকে আরও চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ওয়েবসাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে দান সংগ্রহের প্রক্রিয়া নিয়ে পূর্বতন সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, অতীতে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে সংগৃহীত দানের কোনও হিসাব মিলত না। কিন্তু এখন নতুন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রত্যেক দান বাবদ সংগ্রহ অর্থের হিসাব পাওয়া যাবে।

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মন্দিরের ভেতরে সংস্থাপিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম-মেঘালয়-ত্রিপুরায় বাঙালি খুন-নির্যাতন, প্রতিবাদ যাদবপুরে

গুয়াহাটি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। লাগাতার আন্দোলন, বিরোধিতা, প্রতিবাদ সত্ত্বেও মেঘালয়ে বাঙালি খুন ও নানাভাবে নিপীড়ন অব্যাহত। গত ১ ডিসেম্বর মেঘালয়ে পুলিশের গুলিতে দিলোয়ার হুসেন নামের জনৈক বাঙালি মৃত্যু হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, গণপিটুনির পর পুলিশি জুলুমই তাঁদের ছেলের মৃত্যুর কারণ। রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত মেঘালয়ে বাঙালিদের প্রবেশ বন্ধ করতে চালু করা হচ্ছে ইনার লাইন পারমিট। ত্রিপুরায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিরোধিতায় বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশের গুলিতে শ্রীকান্ত দাস নামের এক বাঙালি খুন, হরেকৃষ্ণ দাসের পা কেটে অঙ্গহানি, উগ্রপন্থী কর্তৃক লিটন নাথ নামের অপর বাঙালিকে অপহরণের পরও ত্রিপুরা সরকার নীরব।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাঙালিদের উপর লাগাতার অত্যাচার, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক অবরোধ করে রেখে বাঙালিদের অর্ধাহারে রেখে দেওয়ার প্রতিবাদে আজ ৫ ডিসেম্বর কলকাতার যাদবপুরে 'আমরা বাঙাল্ল', 'এমএমডিসি' 'আক্রান্ত বাঙালী আত্মরক্ষা' নামের যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা মেঘালয়, ত্রিপুরায় বাঙালিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আমরা বাঙালি-র কেন্দ্রীয় সচিব বকুল রায় বলেন, 'বাঙালি দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হোন, মেঘালয় ভারতের অংশ, সেখানে বাঙালির উপর অত্যাচার ভারতের অপমান, সকল বিচারশীল বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হোন।'

'বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ'-এর কেন্দ্রীয় সচিব তপোময় বিশ্বাস রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের নিষ্ফলা বৈঠক, কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত অমিত-রাজনাথের সঙ্গে বৈঠকে করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কৃষকদের সংগঠনের সঙ্গে চার রাউন্ড বৈঠকের পরও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। নয়া তিনটি কৃষি আইন নিয়ে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে কৃষকদের সঙ্গে শনিবার ফের এক বার (পঞ্চম রাউন্ড) বৈঠকে বসতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ দিন দুপুর ২টোয় দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বসতে চলেছে বৈঠক। তার আগে এ দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার কৃষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কৃষি আইন নিয়ে আলোচনায় বসেছিল কেন্দ্র। নতুন আইন নিয়ে কৃষকরা তাঁদের ৩৯টি আপত্তির কথা জানিয়েছেন সরকার পক্ষকে। ৭ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকে সরকার পক্ষ অবশ্য বার বার কৃষি আইনের পক্ষেই সওয়াল করে গিয়েছে। ওই দিন রফাসূত্র না মেলায় শনিবার ফের আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, "দুপুর দু"টোয় বৈঠক। কৃষকরা ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করবেন এবং আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন, এ বিষয়ে বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।"

কৃষকরা অবশ্য পিছু হটতে নারাজ। শনিবার সকালে কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের সভাপতি রামপাল জাট জানিয়েছেন, "তিনটি কালা আইন তুলে নেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা করা উচিত সরকারের এবং লিখিতভাবে জানানো উচিত এমএসপি চলবে। আজ যদি কোনও ইতিবাচক সমাধান সূত্র না বেরোয়, তাহলে রাজস্থানের কৃষকরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হবেন এবং যন্তর মন্তরে ক্যাম্প করবেন। কিষাণ সংযুক্ত মোর্চার প্রধান রামপাল সিং বলেছেন, "প্রতিদিন বৈঠক করা যায় না। আজকের বৈঠকে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা হবে না। আইন প্রত্যাহারের বিষয়েই আলোচনা হবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে পঞ্চম দফার বৈঠকের দিনও সরকারি

কৃষকদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থাশীল থাকার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

আতিথেয়তা নিলেন না কৃষক প্রতিনিধিরা। কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে পঞ্চম দফার বৈঠক। এদিনও নিজেদের আনা খাবারই খেলেন কৃষক নেতারা। শনিবার সকালেই বিজ্ঞান ভবনে তাঁদের জন্য খাবার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল একটি গাড়ি। সেই খাবারই খেলেন তাঁরা।

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এখনও অনড় প্রতিনিধিরা। এদিকে কেন্দ্র তাঁদের সেই প্রস্তাবে গররাজি। বরং আইনে সংশোধন করার পালটা প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই প্রস্তাব অবশ্য মানতে নারাজ কৃষকরাও। ফলে এদিনের আলোচনায় বৈঠকের জট কাটবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত।

এর আগের বৈঠকেও কৃষকদের আতিথেয়তার জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিল সরকার। কিন্তু তা গ্রহণ করেননি কৃষক প্রতিনিধিরা। নিজেদের আনা খাবারই খান তাঁরা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। কর সেবা গাড়িতে তাঁদের খাবার সকালেই পৌঁছে গিয়েছিল বিজ্ঞান ভবনে। লঙ্গরখানা থেকেই এসেছিল তাঁদের খাবার। বিজ্ঞানভবনের বারান্দায় মাটিতে বসেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৫৮ ◘ ৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২০ অগ্রহায়ণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আমরা ভারতবাসী

কথায় বলে, বসিয়া খাইলে রাজার ধনও একটা সময় পর নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরা ভারতবাসী। আমরা ত্রিপুরাবাসী। আর্থ-রাজনীতিক তত্ত্ব ভিন্নমত পোষণ করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবটা হইল, ভারত একটা গরিব দেশ। তাহার ভিতরে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থান গড়পড়তা। বেশিরভাগ মানুষই গরিব। যত্র আয় তত্র ব্যয়। একবেলা, একদিন রোজগার না-হইলে পরের বেলা বা পরের দিন কী খাইবেন তাঁহারা জানেন না। করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের তিন মাস পার হইয়া গিয়াছে। হত দরিদ্রদের ঠিক উপরেই নিম্ন মধ্যবিত্তদের অবস্থান। তাঁহাদের অবস্থা ঠিক 'দিন আনি দিন খাই' নয়ঘরে বা ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু টাকা থাকে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের সেই সামান্য আর্থিক অবস্থাটাও এই আট মাসে পুরো ধসে গিয়াছে। সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার ভাঙিয়া খরচ করিতে করিতে মধ্যবিত্ত অনেকাংশে নামিয়া গিয়াছে নিম্ন মধ্যবিত্তের স্তরে। সমাজের ওঠাপড়া এই তিন শ্রেণীর উপরেই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেবে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মাথাপিছু নিট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০ টাকা। অঙ্কটা আগের বছরের তুলনায় ৬.৮ শতাংশ বাড়িয়াছে। মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক দেখিয়া সবটা উপলব্ধি করা যাইবে না। কারণ, তাহার ভিতরে হাতে গোনা কয়েকজন বহু কোটিপতি পরিবারের বিপুল অর্থবিত্ত যুক্ত থাকে। যাহা দেশের বাকি ১৩৫ কোটি মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেই। জাতীয় আয়ের চেহারা দেখিয়া সাধারণ মানুষের খুশি থাকিবার মানে মরীচিকার সঙ্গে ঘর করা। সমস্ত জিনিস বা পরিষেবার দাম যদি জাতীয় মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তবে গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা এঁটে উঠিবেন কী করে! বাস্তব ক্ষেত্রে সেটাই হয়। মাছ, মাংস, তেল, নুন থেকে জামাকাপড়, আসবাব, ফ্ল্যাট, সিনেমার টিকিট, বিমানভাড়াসহ প্রায় সবই দিন দিন বাড়িতেছে।

মানুষ সবচেয়ে বিপদে পড়েন চিকিৎসার খরচ সামলাইতে গিয়া। যেমন অগ্নিমূল্য ওষুধ, তেমনি বেশি ডাক্তারের ফি এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম। ত্রিপুরার মতো দু'-চারটি রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ কম কিংবা অনেক সময় নিখরচাতেই চিকিৎসা পরিষেবা মিলে। কিন্তু, তাহারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। বিশেষত, করোনার মতো মহামারীর সময় তো সরকারি হাসপাতালগুলোই যথেষ্ট নয়। ধনী থেকে মধ্যবত্তি, এমনকী কিছু গরিব মানুষকেও বাধ্য হইয়া বেসরকারি হাসপাতালের শরণ নিতে হয়। করোনার চিকিৎসা খরচ বাংলার অনেক জায়গায় লাগামছাড়া গিয়াছে। সরকার এটা মানিবে না। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্যের। সরকারের উচিত চিকিৎসা ব্যয় নির্ধারণ করিয়া গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো। একই সঙ্গে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ন ঘটানো। বহির রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাইতে হইবে।

পুলিশি হেফাজতে প্রত্যেকের জীবন সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা

আর কে সিনহা

অবশেষে আশার আলো দেখা দিয়েছে যে, পুলিশি হেফাজতে হওয়া মৃত্যুতে রাশ টানা সম্ভব হবে। সম্প্রতি এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে পুলিশ, সিবিআই, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোকে নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দেওয়া সুপ্রিম নির্দেশে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, সমস্ত থানার সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটাও নিশ্চিত করতে হবে, রাতেও যেন সিসিটিভি ক্যামেরায় সমস্ত কিছু রেকর্ড করা হয়। ভারতে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের সময় দোষীদের সঙ্গে মারপিটের বহু ঘটনা প্রকাশ্যে আসার জন্য এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এটা তো নিশ্চিত পুলিশি হেফাজতে হওয়া সন্দেহজনক মৃত্যু কখনওই বাঞ্চনীয় নয়। এর ফলে ভারতের পুলিশি ব্যবস্থার দিকে সরাসরি আঙুল উঠছে। কখনও কখনও দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। বরখাস্ত পুলিশ কর্মী পুনরায় কাজে যোগ দেন।

নির্যাতন ২০১৯-এর বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বিগত বছর হেফাজতে থাকালীন ১,৭৩১ জন অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশি হেফাজতে। হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংগঠন, কিন্তু তাঁদের কথায় সেভাবে কর্ণপাত করা হয়নি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কয়েক মাস আগে তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলেকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ-সিআইডি দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল। পি জয়রাজ এবং তাঁর ছেলের পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয়েছিল। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য করেছিল এই ঘটনা।

এটা তো মানতেই হবে, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর জন্য সর্বদা মারধর ও জেল কর্মীদের দোষী করা যায় না। নেপথ্যে বন্দীদের মারপিট, চিকিৎসায় দেরি এবং অপেক্ষা, খারাপভাবে থাকা অথবা বৃদ্ধাবস্থা প্রভৃতি কারণ থাকে। বিশিষ্ট পুলিশ কর্তা এবং দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার পি এস ভিন্ডর একটি কথা ঠিকই বলেছিলেন, সত্যি জানার জন্য অপরাধীদের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় পুলিশকে। কারণ পুলিশ কঠোর না হলে অপরাধীরা কিছুই বলে না। এপর্যন্ত সব কিছু ঠিকই আছে। পুলিশকেও তো নিজেদের সীমা বুঝতে হবে। বিস্কুটের রাজা রাজন পিল্লাই ব্রিটানিয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। দিল্লির তিহার জেলে ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, রাজন পিল্লাইয়ের মতো মানুষও পুলিশ হেফাজতে সুরক্ষিত নন। তাহলে অন্যদের কী হবে!

আসলে ভারতে একটি বোর্ড দ্বারা কারাগারে তদারকি করা হয়, ওই বোর্ডে অন্যদের পাশাপাশি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা অফিসার (এসডিএম) এবং নাগরিক সমাজের কিছু ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকেন। নিজেদের কাজের প্রতি মনোনিবেশ করার পাশাপাশি বন্দিদের সমস্ত সমস্যা দেখতে হয় তাঁদের। আমাদের দেশে যখনই পুলিশের নির্মমতা নিয়ে কথা হয়, তখনই ব্রিটিশ পুলিশের অমানবিক নির্যাতনের উদাহরণ দেওয়া হয়। অতীতেও পুলিশের নির্মমতা ভয়ঙ্কর ছিল। চট্টগ্রাম যড়যন্ত্র মামলার নায়ক ও মহান মুক্তিযোদ্ধা সূর্য সেনের শরীরে সমস্ত হাড় ভেঙে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এমন ধরনের বহু উদাহরণ মিলবে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরো অনুযায়ী, ২০০১-২০০৮ সালের মধ্যে দেশে ১,৭২৭ জনের হেফাজতেই মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩৪ জন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল এবং মাত্র ২৬ জন দোষীসাব্যস্ত হয়েছিলেন। বাস্তবে ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত হেফাজতে হওয়া মৃত্যুর ১৮০টি মামলায়, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, একজন পুলিশকে কর্মীকেও দোষী করা হয়নি। যদিও ৮০ জনের বেশি পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছিল। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে সমাজকেও উদ্বিগ্ন হতে হবে। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে ভারতীয় সমাজ ঠান্ডাই রয়েছে। একটু ভেবে দেখুন কয়েকমাস আগে, আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যাকারী পুলিশ অফিসার ডেরেকের স্ত্রী কেলি তাঁর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেলি এমন একজনের স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইছিলেন না যাঁর স্বামী একজন কৃষাঙ্গকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। একটু ভাবুন কতটা উচ্চমানের চিন্তাভাবনা কেলির। ভারতীয় সমাজও কী এনকাউন্টার পছন্দ করা পুলিশ অফিসার,

ছয়ের পাতায়

পিছুটানের দড়িটি ছিঁড়তে হবে

প্রসূন যোশী

কয়েকটি হাতিশালায়, সব হাতিই এরকম ছোট ছোট দড়ি দিয়ে নানা খুঁটিতে বাঁধা। মাহুত বললেন, জন্মানোর পর থেকেই এরকম ছোট ছোট দড়ি দিয়ে হাতিদের বেঁধে রাখা হত। তখন এদের এত শক্তিই ছিল না দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার। সেই শৈশব থেকেই হাতিগুলির তাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে দড়িতে বাঁধা পড়ার এবং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার। আসলে কী সেই শক্তি ছিল না। আমরা মানুষরা, হাতিদের এটা সাফল্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি, একটা দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ারমতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস তোমাদের নেই। ওরা সেটাকেই নিয়ত এবং অভ্যাস বলে মেনে নিয়েছে। তাই শৈশবের অভ্যাসটাকে বড়বেলাতে বজায় রেখেছে। দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছে হাতিগুলি। এখন ওরা তো দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টাটাও করে না।

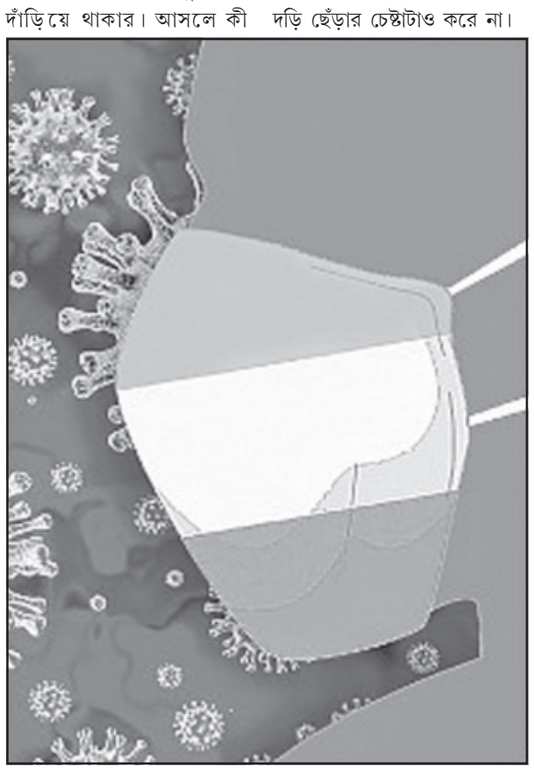

জানেন, কাউকে পরাধীন করতে হলে বা কাউকে নিজের অধীন বানাতে হলে আগে তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে হয়, ও আত্মশক্তি নষ্ট করতে হয়। প্রথম প্রথম হাতিগুলো চেষ্টা করত দড়ি ছিঁড়ে ফেলার। কিন্তু ওদের তো এই সারসত্যটা আমাদের দেশেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে বহু মানুষ ওই হাতিদের মতোই চেষ্টাটুকও করতে রাজি নয়। তাঁরা নিজেদের কথায় ও কাজে আত্মবিশ্বাস আর খুঁজে পান না। তাই তাদের দড়ি ছিঁড়ে প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসের আগুনট্য উসকে দেওয়া খুব জরুরি। করোনা সংকটের সময় দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাসের এই জাগরণটা আমরা দেখেছি। এই সংকটের সময় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যবোধ দেখিয়েছেন, তা কোনও সাধারণ ঘটনা ছিল না। এই আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যবোধ দেখিয়েছেন দেশের মানুষও।

লোকজন আত্মসংযমী হয়ে ঘরে রয়েছেন দিনের পর দিন। স্বাস্থ্যকর্মী সহ জরুরি পরিষেবার কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন নিজেকে উপেক্ষা করে। নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কোটি কোটি মানুষ যেভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও জরুরি পরিষেবার কমীদের হাততালি দিয়ে সম্মান, সহমর্মিতা ও একাত্মতা দেখালেন—তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অতল্পনীয় ঘটনাটি আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি। একসঙ্গে এত কোটি মানুষের এই প্রার্থনা, সহযোগিতা বিশ্বের আর কোনও দেশ ভাবতেই পারবে না। তাছাড়া করোনা সংকটের সময় ভারত সরকারের পদক্ষেপগুলির ভূয়সী প্রশংসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা করেছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের দেশ বিশ্বের অন্য দেশগুলির থেকে অনেকেটাই আলাদা। আজ যখন মানবসভ্যতা প্রকৃতির কোপে পড়ে চরম সংকটে, তখন কোনও দেশ যদি সৎভাবে ভারতের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টাগুলি দেখে, তাহলে এই সংকটের সমাধান বা উত্তর পেতে পারে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা কখনওই প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে শেখায়নি। আমরা, আমাদের পূর্ব পুরুষরা কখনওই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা প্রকৃতিকে হারাতে চাইনি। আমরা প্রকৃতিকে প্রামাণ করি। প্রকৃতিকে নানাভাবে ভালবাসি। প্রকৃতির আদেশকে পালন করি। আজ এই সংকটের সময় পৃথিবীর ঠিক এটাই তাই। মানুষের প্রতি কুপিত প্রকৃতি আমরা চাই না। আমরা চাই, মানুষের প্রতি দয়ালু প্রকৃতি যে প্রকৃতির আশীর্বাদে আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পাব।

ভারত হল বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশ আধুনিক বিজ্ঞান, সংবেদনশীলতা আর আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় সাধন করে চলতে পারে। আজকের ভারত ও ভারতবাসী এটাই চাইছে ভীষণভাবে। আর চাইছে বলেই করোনা-উত্তর ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেখানে ভারতের প্রতিটি প্রতিজ্ঞা, পদক্ষেপ হবে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং যেখানে এগিয়ে যাওয়ার সময় পিছুটানের কোনও জায়গা থাকবে না। যে হাতিটি দড়িতে বাঁধা ছিল সে ছিল পিছুটান এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার প্রতীক। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজের মধ্যে, আমাদের মনের মধ্যে বসত করা এই পিছুটা যুক্ত দড়িটিকে চিহ্নিত করা জরুরি। আমাদের অবচেতন মন অবধি পৌঁছে যাওয়া পিছুটানের এই দড়িটি ছিঁড়ে দেশবাসীকে পিছুটান মুক্ত করার কাজ ঐতিহাসিকভাবে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনা যুদ্ধে করা তাঁর পদক্ষেপগুলিই এর প্রমাণ।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভালবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন

প্রতীশ নন্দী

এই সিজনের বিগ বস দেখেছেন আপনারা ? যদি দেখে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় আপনাদের জানা রয়েছে কোন তিন যুগল একবার জনপ্রিয়তার শীর্ষে। একই মধ্যে চলিত সপ্তাহে অবশ্য খেলার নিয়ম অনুযায়ী এলিমিনেট হয়ে ঘর থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রতিযোগী পবিত্রা পুনিয়া। এর ফলে, ফাইন্যালে পৌঁছে গেলেও টেলিভিশন জগতের এককালের বিগেস্ট স্ট্যার ৪৫ বছর বয়সী এইজাজ খান পবিত্রায় সঙ্গে তাঁর জমাটি কেমিস্ট্রি মিস করছেন এবং এখন তিনি রীতিমতো হার্ট ব্রোকেন। ঘরের আরেক যুগল আলি ঘনি এবং তার বিশেষ বন্ধু জেসমিন ভাসিন। এঁরাও জমাটি প্রতিযোগী, আপাতত সেবার লড়াইয়ে শামিল জেসমিন এলিমিনেট হয়েছেন অলি। তৃতীয় এবং শেষ ছুটি হলেন টেলিভিশন অভিনেত্রী রুবিনা কারণ বিজেপির মতে, এ হল দেশের নিরীহ-সংকটাপন্ন হিন্দু মেয়েদের ধর্মন্তরিত করার উদ্দেশ্যে এক বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত। তাদের মতে আন্তঃধর্মীয় কোনও সম্পর্কের ভিত ভালবাসা হ্যয়া এককথায় অসম্ভব। আমাদের দেশে পাঁচজনের মধ্যে নাকি চারজনই হিন্দু— একথা যেমন ভ্রান্ত ঠিক একইরকম ভ্রান্ত ধারণা এটাও যে অন্যান্য ধর্মের মানুষ, বিশেষত ইসলাম ধর্মবলম্বীরা নাকি জনসংখ্যায় ক্রমশ বেড়ে চলেছে, আর হিন্দুর তাদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে না। মুসলিম জনসংখ্যা যে উদ্বেগজনকভাবে ক্রমবর্ধমান তার কোনও প্রমাণ না থাকলেও মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল, যেহেতু ইসলাম ধর্ম একের বেশি সংখ্যক বিবাহ সমর্থন করে এবং তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনার অভাব রয়েছে, সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই তাদের অবস্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চেয়ে মজবুত হয়ে উঠবে দেশে। অথচ আদতে আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের হিন্দরা যেদিন অন্যান্য নিচের বর্ণের মানুষেদের সমমর্যাদা দেবে, সেদিন নিজে থেকেই কমে আসবে ধর্মান্তরকরণের হার। যতদিন সামাজিক বৈষম্যের বীজ রয়ে যাবে, ততদিনই সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ অন্য ধর্মবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকবে, যেখানে তারা প্রাপ্য মর্যাদা পেতে সক্ষম। একই কারণে নিজের ভক্ত-অনুরাগীদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা বলে গিয়েছিলেন ড . বি আর আম্বেদকর।

অবশ্য এটা কোনও নতুন সমস্যা নয়। ঐতিহ্য এবং প্রথা অনুযায়ী দম্পতি হতে গেলে এক ধর্ম বিশ্বাস, এক জাত বর্ণ এবং এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একরকম অলিখিত নিয়ম। বর্তমান প্রজন্ম এই নিয়ম মানতে নারাজ, তারা নিজেরা নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে ইচ্ছুক। তারা ভালবেসে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

ফলে আমরা আজকাল মাঝেমধ্যেই দু'টি ভিন্ন ধর্ম বা জাতির মধ্যে বিবাহের সাক্ষী হচ্ছি। যেখানে ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে প্রাধান্য পাচ্ছে মানুষ এবং মনুষ্যত্ব। তাই আকছার তামিল ব্রাহ্মণের বিয়ে হচ্ছে কাশ্মীরি মুসলিমের সঙ্গে, কেরলের সাইরিয়ান খ্রিস্টান। বেছে থাকছেন সব ধর্মের মানুষ। এই সমস্ত কারণেই বিজেপি'র মাথাব্যথা। জনতার বিশ্বাসের উফর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় তাদের ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এটাই আমাদের দেশের মাহাত্ম্য। বহুত্ব -ই আমাদের পরিচয়। আপনি যে মুহূর্তে ভাববেন—এই তো, এটাই 'ভারত', সেই মুহূর্তে আরও এক ভিন্ন স্তর ভারতের পরিচিতি হিসাবে আপানাকে মুগ্ধ করবে। আর এটাই হিন্দুত্বের শক্তি,বিশালতা। এই দেশের সেই জায়গার প্রতিনিধিত্ব করি, যেখানে রাবণের মতো চরিত্রকেও খলনায়ক মনে করা হয় না।

আমাদের দেশে আন্তঃবিশ্বাস , আন্তঃবর্ণ, আন্তঃসম্প্রদায়ের বিবাহ চিরকালই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রায়শই কানে আসে। 'অনার কিলিং -এর ঘটনা, যেখানে বিধর্মী সঙ্গীকে বেছে নেওয়ার জন্য নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অপরাধে বাড়ির লোকের হাতে খুন হয় সাহসী মেয়েরা। আমাদের দেশে এখনও এমন বহু জায়গা রয়েছে, যেখানে নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করার অপরাধে পরিবারকে একঘরে করে দেয়ার ঘটনা ঘটে। উত্তর ভারতে এমন অনেক খাপ রয়েছে, যেখানে স্বজাতীয়কে বিয়ে না করার অপরাধে অমানবিক শাস্তি পেতে হয়। যাঁরা সাইরত ছবিটা দেখেছেন তাঁরা আরও ভাল জানবেন কীভাবে শুধুমাত্র ভিন ধর্মের হওয়ার দরুণ তরুণ দম্পতিকে খেসারত দিতে হয় বাড়ির লোকের হাতে প্রাণ দিয়ে।

এক পৃথক মত ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিবিধের উদ্‌যাপন করাই ভারতের বিশেষত্ব এবং ভারত এ কারণেই আজও টিকে আছে। সীমান্তে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে যে সেনারা আমাদের সুরক্ষিত রাখেন, তাঁদের এক একজন এক এক সম্প্রদায়ের তাঁরা এক একজন ভিন্ন ঈশ্বরে পুজো করেন, তবুও একত্রে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার্থে তাঁরা অভিন্ন।

বিবিধের মাঝে মিলন আছে বলেই ১২২টি ভাষা এবং ১৫৯৯টি উপভাষা নিয়েও একটি জাতি একত্রে বাঁধা আছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া আলাদা, আমরা ভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভিন্ন উৎসবে আমাদের আনন্দ। ৩০০০টি জাতি এবং ২৫০০০ উপজাতি রয়েছে আমাদের দেশে, যা কঠোর শ্রেণি-বিন্যাসে আবদ্ধ। এর বাইরে রয়েছেন দলিত আদিবাসীরা—যাঁদের হিসাবেই ধরা হয় না এই জাতপাতের বিন্যাসে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ভারতের উপজাতি নিয়ে প্রগাঢ় তথ্যের জন্য ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভেরিয়ের এলইউন-এর লেখা পড়ে দেখতে পারেন। গান্ধীর জীবৎকালে একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে ভারতে এসেছিলেন তিনি। এখানকার উপজাতীয় মানুষদের ধর্মান্তরকরণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তিনি আদিবাসী মানুষদের নিয়ে কাজ করা শুরু করেন এবং শেষমেশ নিজেই হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভারতের হৃদয়ের পরিসর কতটা গভীর যা মানুষের মন জয় করে নিতে পারে নিমেষে। কিন্তু তার জন্য প্রথমেই খারিজ করতে হবে ঘৃণা। যারা ভালবাসার সাহস দেখাচ্ছে, তাদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানানোর সময় এসেছে। কারণ রাগ পোষণ করা অন্ধ ভক্তরা নয়, এই নতুন প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ যারা ভালবাসতে জানে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রেসিডেন্সির বাম পড়ুয়াদের কেন্দ্রবিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফ্যাসিস্টদের "আচ্ছে দিন" প্রতিদিন রুখে দিন এই ধ্বণি তুলে শনিবার বিকেলে কলকাতায় প্রেসিডেন্সির বাম পড়ুয়ারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এই সমাবেশ হয়। ইন্ডিপেন্ডেন্টস" কনসোলিডেশন (আইসি)-এর পক্ষ থেকে এক বিফৃতিতে বলা হয়, "৬ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে অন্ধকার দিন। ১৯৯২ সালের এই দিনে শুধু বাবরি মসজিদই নয়, হিন্দুত্ব ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল আমাদের যৌথ যাপনের ইতিহাস, রক্ত-ঘাম-কান্না-আনন্দ ভাগাভাগি করে বেঁচে থাকার গল্প। দেশজুড়ে ঘনিয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের মেঘ।

যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে প্রাণপণ করেছিল এ দেশের আপামর জনগণ, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সামনে তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে কাজে লাগিয়ে "রামরাজ্য"-এর অলীক খোয়াবে তাকে মজিয়েছে হিন্দুত্ব ফ্যাসিস্টরা। রাষ্ট্রশক্তির আমলা-হামলা-মামলার উপর কব্জা করেছে আরএসএস- বিজেপি। দেশের সুপ্রিম কোর্ট, ন্যায়বিচারের পীঠস্থান(!), রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র ধরে নিয়ে শুধুমাত্র "হিন্দু জনগণের বিশ্বাস"-এর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন, বাবরির ধ্বংসাবশেষে তৈরি হবে রামজন্মভূমি মন্দির। ফ্যাসিস্ট প্রকল্প আইনানুগ হলো। যদিও বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে আদালত নিশ্চুপ। করোনা ছড়ানোর অজুহাতে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষের সাথে পোকামাকড়ের মতো ব্যবহার করলেও, সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে ভূমিপূজার উৎসব। আর মেরুদন্ডহীন রাজনৈতিক দলগুলো, বরণ করে নিয়েছে নির্লজ্জ নীরবতা। এ দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতিকে বদলে দিতে উঠে পড়ে লাগা হিন্দু ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ থেকে আজ আর বাদ নেই কোনো শ্রেণী-বর্গ-সম্প্রদায়ের মানুষই, রক্ষা পাচ্ছেনা প্রকৃতিও। এই বিজেপি সরকারই অরণ্য আইন সংশোধন করে আদিবাসীদের থেকে তাদের বাসভূমি জঙ্গল কেড়ে নিয়ে তুলে দিচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। বেসরকারীকরণ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ব্যাঙ্ক থেকে সরকারি উদ্যোগ। চাকরির সুযোগ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে।লিঙ্গ হিংসা আর যৌনহিংসা রাষ্ট্রীয় মদতে বেলাগাম হয়ে উঠেছে। করোনা অতিমারীর সময় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া তো দূর, লকডাউনের সময় কাজ-হারা মানুষের খাওয়া-পরার নূন্যতম সহায়তাটুকুও করে নি। বরং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একতরফাভাবে একের পর এক পাস করিয়ে নিয়েছে জাতীয় শ্রম কোড, জাতীয় শিক্ষা নীতি, কৃষি বিল-এর মতো কর্পোরেট-মুখী আইন। বিরোধিতা করলেই প্রতিবাদী ছাত্র-যুব ও গণআন্দোলনের কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

পাথারকান্দিতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত দম্পতি

পাথারকান্দি (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। আজ শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের মুণ্ডমালায়। মর্মান্তিক এই ঘটনায় পাথারকান্দি জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের লিংগিশেখ চড়াই (৪৫) এবং তাঁর পত্নী টিনামণি চড়াই (৩৪) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। টিনামণি চড়াই পাথারকান্দি থানার মহিলা পুলিশকর্মী এবং তাঁর স্বামী লিংগিশেখ চড়াই পেশায় গাড়ি চালক। এক সঙ্গে দুর্ঘটনায় মা ও বাবার মৃত্যু র খবর পেয়ে সরকারি কোয়ার্টারে অবস্থানরত মৃত দম্পতির বারো বছরের ছেলে বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আজ থানায় নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ টিনামণি তাঁর স্বামীকে নিয়ে এএস ১০ এ ৬০৩৩ নম্বরের নিজেদের মোটর বাইকে চেপে বাজারিছড়া থানাধীন মাগুরা খাসিয়াপুঞ্জিতে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সে সময় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁদের বাইক যখন পাথারকান্দি মুণ্ডমালা এলাকা অতিক্রম করছিল, ঠিক তখনই করিমগঞ্জ অভিমুখী দ্রুতগামী একটি ডাম্পার গাড়ি অতর্কিতে বাইকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় উভয়েই জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়েন। অকুস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক লিংগিশেখের।

অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা আহত রক্তাক্ত টিনামণিকে পাথারকান্দি হাসপাতালে আনার পর তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে ঘটনা সংঘটিত করে সন্ধ্যারাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘাতক ডাম্পার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। কিন্তু স্থানীয় জনগণের তৎপরতায় বারইগ্রামে গাড়িটি ধরা পড়ে। তবে চালক পলাতক বলে খবর পাওয়া গেছে।

এই মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পাথারকান্দি হাসপাতালে ভিড় জমান স্থানীয় জনগণ। আসেন ওসি সঞ্জীব তেরন ও বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মীরা। তাঁদের কেউই এই বেদনাদায়ক মৃত্যকে মেনে নিতে পারছেন না। এদিকে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ পাথারকান্দি হাসপাতালে ছুটে আসেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

তিনি এই দম্পতির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পুলিশ মৃতদেহ দুটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এসেছে। আগামীকাল তাদের ময়না তদন্তের জন্যম করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

মহাজোট ক্ষমতায় এলে গুন্ডারাজ কায়েম হত বিহারে :জগত প্রকাশ নাড্ডা

দেহরাদুন, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): বিহারে মহাজোট ক্ষমতায় এলে গুন্ডারাজ কায়েম হত। উত্তরাখণ্ডে দেরাদুনের এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শনিবার এ কথা জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১১০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজেপি জিতেছে ৭৪ আসনে। মহাজোট ক্ষমতায় এলে রাজ্যে গুন্ডারাজ শুরু হয়ে যেত। মার্ক্সবাদী, লেলিনপন্থী ভাবধারা বিহারকে রক্ত অঞ্চলে চলে পরিণত করত। এদিনের সভায় শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস দলকে কটাক্ষ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে কংগ্রেস দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। এই দলটি ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম দাবি করেছিলেন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে উপত্যকায় ফের ৩৭০ ধারা বলবৎ করা হবে।

এদিন দেহরাদুন শহরে আসার আগে হরিদ্বারে সিদ্ধপীঠ শ্রী দক্ষিণাকালী মন্দিরে পুজো দেন বিজেপি সভাপতি। সেখানে স্বামী কৈলাসনন্দ ব্রহ্মচারী আশীর্বাদ নেন তিনি। হরিদ্বারে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়েছেন, দেবভূমি উত্তরাখণ্ড গোটা দেশে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করে চলেছে।

তেজস্বী যাদব সহ ১৮ শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

পাটনা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): নতুন তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে শনিবার বিহারের রাজধানী পাটনার গান্ধী ময়দানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে অবস্থান-বিক্ষোভ এবং বক্তব্য রাখেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দেয় জোট সঙ্গী কংগ্রেস। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মদনমোহন ঝাও অংশগ্রহণ করেন। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বিধি ভঙ্গ করে এবং বিনা অনুমতিতে সভা করার জন্য তেজস্বী যাদব, মদনমোহন ঝা সহ ১৮ জন প্রথম সারির নেতারা বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জেলাশাসক রাজীব দত্ত বর্মার বয়ানের উপর ভিত্তি করে এই এফআইআর দায়ের হয়েছে। যে সকল নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তারা হলেন তেজস্বী যাদব, অলোক মেহেতা, রামানন্দ যাদব, শ্যাম রজক, রমই রাম, শক্তি সিং সহপ্রমুখ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮, ১৪৫, ২৬৯, ২৭৯ ধারা দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও মহামারী আইনের একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও সভায় উপস্থিত থাকা ৫০০ কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা।

ডিব্রুগড় দূরদর্শন এবং আকাশবাণীকে বিদ্যমান অবস্থায় রাখতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকে জরুরি চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্র এবং আকাশবাণী ডিব্রুগড়কে বিদ্যমান অবস্থায় বহাল রাখতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের কাছে এক জরুরি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। অতি সম্প্রতি ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্র এবং আকাশবাণী ডিব্রুগড়কে কেবল রিলে কেন্দ্র হিসেবে বহাল রেখে প্রচার কার্যসূচি সীমিত করতে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল প্রসারভারতী। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এর পরই মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন জরুরি চিঠিটি।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, অসমের বেশ কয়েকটি জেলা সহ প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলির কাছে ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্র এবং আকাশবাণী ডিব্রুগড়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃহত্তর উজান অসমের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর কলা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে এই দুই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, ১৯৯৩ সালের মে মাস থেকে ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রূপে কাজ চালিয়ে আসছে। এছাড়া আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্র ২০১৯ সালে তার গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। তাই, এই কেন্দ্র দুটির স্বকীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

প্রসারভারতীর এই পদক্ষেপ সম্পর্কে উজান অসমের জনসাধারণ তথা বিদ্বৎমহলের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাভড়েকরকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

লাভ জিহাদ রুখতে মধ্যপ্রদেশ সরকারের ধর্ম স্বতন্ত্র বিল

ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): বেটি বাঁচাও অভিযানের মতোই নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করবে মধ্যপ্রদেশ সরকারের ধর্ম স্বতন্ত্র বিল ২০২০। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে কম বয়সী মেয়েদের বিপথগামী করাটা খুবই সহজ। পরবর্তী সময়ে এই সকল

ছয়ের পাতায়

মাইবাঙে আটক গরু বোঝাই দুটি ট্রাক

মাইবাং (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাঙে গরু বোঝাই দুটি ট্রাক আটক করেছে মাইবাং পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় মাইবাঙের ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ০১ জেসি ৯৬৬৬ এবং এএস ০১ কেসি ৬২৭৬ নম্বরের গরু বোঝাই দুটি ট্রাক পুলিশ আটক করেছে।

মাইবাং থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড়ের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে চুরি করে এই দুটি ট্রাকে গরু বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শিলচর। শিলচর থেকে করিমগঞ্জ হয়ে তা পাচার করার কথা ছিল বাংলাদেশে। এই খবর লেখা পর্যন্ত দুটি ট্রাক থেকে কতটি গরু উদ্ধার করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। ট্রাক দুটিকে মাইবাং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, নিম্ন অসমের ধুবড়ি থেকে শিলচর করিমগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করার ঘটনা নতুন নয়। তবে গরু সিন্ডিকেটের মাফিয়ারা এবার ডিমা হাসাও জেলার বুক চিরে শিলচর করিমগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার শুরু করেছে। কারণ লামডিং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কটি এখন বার্মিজ সুপারি, গরু পাচার ও ড্রাগস মাফিয়াদের কাছে অত্যন্ত সুরক্ষিত রাস্তা বলে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা, এই রাস্তায় কোনও ধরনের পুলিশ পেট্রোলিং নেই। এছাড়া ডিমা হাসাও পুলিশকে ম্যানেজ করে অবাধে মাফিয়ারা গরু পাচার থেকে শুরু করে ড্রাগস, বার্মিজ সুপারি বহিঃ রাজ্য তথা বাংলাদেশে পাচার করছে, গতকাল এ ধরনের স্বীকারোক্তি দিয়েছে ছাত্র সংস্থার হাতে ধৃত এক ট্রাক চালক।

বারাবনি ও কামালগাজির পর ধুন্ধুমার কোচবিহারে, বিজেপি-র মিছিলে হামলা

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শনিবার কোচবিহারের বিজেপি-র মিছিলে হামলা চলে। এ নিয়ে এলাকায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন আসানসোলের বারাবনি ও দক্ষিণ কলকাতার কামালগাজিতেও বিজেপি-র মিছিল আটকানো বা আক্রান্ত হওয়ায় ধুন্ধুমার কান্ড হয়।

বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুর দিনহাটায় সভা ছিল, সেই সভায় যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালায়। এরপর রীতিমত সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বোমাবাজি হয় বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় যায় ব্যাপক পুলিশ বাহিনী।

বিজেপি-র দাবি, বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন, এমনকি কর্মীদের অপহরণ করা হয়েছে। যে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে শাসক দল। ইচ্ছাকৃতভাবেই বিজেপি গন্ডগোল করেছে বলে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের। তাদের পাল্টা দাবি, তৃণমূলের কর্মীদেরই বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে বিজেপি কর্মীরা।

নিট প্রবেশিকায় আশাতীত সাফল্য, পাথারকান্দির সেরেনাকে সংবর্ধনা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

পাথারকান্দি (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিট পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পাথারকান্দির সেরেনা বানডারাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। আজ শনিবার করিমগঞ্জে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন বিধায়ক।করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি সার্কলের জুড়বাড়ি-ডেফলয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েতে সোনাতলা খাসিয়াপুঞ্জির প্রয়াত ফুলমুন খাসিয়ার কন্যা সেরেনা বানডারা এবারের নিট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই তাঁকে আজ নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। আজ সেরেনাকে নিজের প্যা ডে লেখা শংসাপত্র সহ উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি কৃতী এই ছাত্রীকে তাঁর পাঠ্যবই কেনার জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে নগদ দশ হাজার টাকাও দান করেছেন বিধায়ক। তিনি সেরেনার উজ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।উল্লেখ্য, গরিব পরিবারের মেধাবী সেরেনা ২০২০ সালের মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ বছরই এমবিবিএস পড়ার জন্য তেজপুর মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হয়েছেন সেরেনা বানডারা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের খাসি উপজাতি এই মেয়ের আশাতীত সাফল্যে পাথারকান্দি এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলে ব্যাপক খুশির হাওয়া বইছে।

আগ্রা মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ৭ ডিসেম্বর, সোমবার উত্তরপ্রদেশের আগ্রা মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কার্যের আনুষ্ঠানিক শুভসূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে আগ্রা শহরের ১৫ নম্বর ব্যাটিলিয়ন পিএসি প্যারেড ময়দানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

২৯.৪ কিলোমিটার বিস্তৃত আগ্রা মেট্রো প্রকল্প তাজমহল, আগ্রার কেল্লা সহ একাধিক পর্যটনস্থলকে সংযুক্ত করার কাজ করবে। এই প্রকল্প নির্মিত হলে রেল এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অনেকাংশে উন্নতি হবে। ২৬

ছয়ের পাতায়

উত্তরাখণ্ডে করোনায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ডেপুটি স্পিকারসহ আট জনের মৃত্যু

দেহরাদুন, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): উত্তর ভারতের পার্বত্য রাজ্য উত্তরাখণ্ডে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার অনুসূয়া প্রসাদ মেখুরী সহ আট জনের মৃত্যু করোনায় হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে রাজ্যের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬৮০জন। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৫৭ জন। রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭ হাজার ৫৭৩জন। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫১৭৬জন। রাজ্যে সুস্থতার হার ৯০.৬১ শতাংশ। করোনায় সব মিলিয়ে রাজ্য সুস্থ হয়েছে ৭০, ২৮৮ জন। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত আড়াই মাস ধরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেহরাদুন শহরের ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন অনুসূয়া প্রসাদ মেখুরী। শনিবার জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বদ্রীনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কর্ণপ্রয়াগের বিধানসভার থাকাকালীন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নিযুক্ত হন। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ১৯ কন্টোলরুম একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে।

কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আহূত ৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধ-কে সমর্থন এসইউসিআই (ক)-এর অসম শাখা

শিলচর (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আহূত ৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধ-কে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক-বিরোধী কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী কালা কৃষি-আইন ও বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের তিনটি সংযুক্ত সংগঠন 'সংযুক্ত কিষাণ মঞ্চ' (এসকেএম) ৮ ডিসেম্বর যে 'ভারত বনধ'-এর ডাক দিয়েছে, এতে মঞ্চের শরিক 'অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটি' (এআইকেএসসিসি)-তে দলের কৃষক সংগঠন এআইকেকেএসএস-ও রয়েছে। দলের পক্ষ থেকেও সেই বনধ-কে সর্বাত্মক সমর্থন করা হয়েছে।

বিবৃতিতে প্রভাস ঘোষ এ-ও বলেছেন, এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র কৃষক আন্দোলন হিসেবে দেখা উচিত নয়। কারণ কৃষক এবং কৃষি উৎপাদনের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের সাথে যুক্ত। তিনি বলেন, এটা পরিষ্কার প্রমাণিত, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট হাউজের স্বার্থরক্ষা করতে পুরোপুরি নিয়োজিত এবং তা করতেই সর্বস্তরের মানুষের ওপর

ছয়ের পাতায়

আগামী ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮ তম অল আসাম ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর হাফলঙে

হাফলং (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অল আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সচিব তথা আসাম ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ভবজ্যোতি গোস্বামী আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে হাফলঙে অনুষ্ঠেয় ৪৮ তম সারা অসম ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে শনিবার ডিমা হাসাও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে গোস্বামী বলেন, এবার ৪৮ তম সারা আসাম ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে হাফলঙে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই চ্যাম্পিয়নশিপ। ডিমা হাসাও জেলায় অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে তাঁরা সক্ষম হচ্ছেন না তেমন। তাই এবার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে ৪৮ তম সারা আসাম ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলার শৈলশহর হাফলংকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

আসন্ন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে ভবজ্যোতি গোস্বামী বলেন, আসাম ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং হাফলং বডি বিল্ডিং ওয়েট লিফটিং ক্লাবের সহযোগিতায় এই চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে।

তিনি বলেন, জেলা গ্রান্থাগার প্রেক্ষাগৃহের পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নতমানের। এখানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করাও সম্ভব। আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদ্য অনুমোদন-প্রাপ্ত ডিমা হাসাও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যে স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে তা যথেষ্ট উন্নতমানের। এখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এমন-কি নতুন স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের থাকার জন্য উন্নতমানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন, হাফলঙে অল আসাম ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ডিমা হাসাও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সব ধরনের সহযোগিতা করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ভবজ্যোতি গোস্বামী বলেন, এই চ্যাম্পিয়নশিপে থাকবে অনুর্ধ ১৭ বয়েজ এবং গার্লস ক্যাটাগরি অনুর্ধ ২০, জুনিয়র ক্যাটাগরি ও সিনিয়র ক্যাটাগরিতে পুরুষ ও মহিলা থাকবেন। আসন্ন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করনে বলে জানান ভবজ্যোতি গোস্বামী।

ওয়েইসি সমাজের জন্য বিপদজনক : গিরিরাজ সিং

পাটনা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): বৃহত্তর হায়দরাবাদ পৌরনিগম নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। পাশাপাশি আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দলের খারাপ ফল নিয়েও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি এই বিজেপি নেতা। তার কথায় আসাদউদ্দিন ওয়েইসির হারে দেশ জাতীয়তাবাদের বার্তা পেয়েছে। ওয়েইসি নিজেকে জিন্নাহার প্রতিনিধি ভেবে ভারতের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিল।

শনিবার গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, পৌরনিগমের নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য থেকে স্পষ্ট যে জনগণ ওয়েইসির মতাদর্শকে খারিজ করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থা রেখেছে মানুষ। জিন্নাহার নীতিধারীদের চিহ্নিত করতে হবে। এই কাজ মানুষকে করতে হবে। বর্তমানে কয়টি রাজনৈতিক দল জিন্নাহার নীতির উপর ভিত্তি করে চলতে চাইছে। এই ধরনের নীতি দেশের জন্য ঘাতক প্রতিপন্ন হতে পারে। জাতীয়তাবাদের উপর আস্থাশীল হয়েই জিন্নাহার নীতিধারীদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসি একজন সাংসদ হয়েও ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ঘৃণাও ছড়িয়েছেন। কিন্তু হায়দরাবাদের বাসিন্দারা জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন। ওয়েইসির মত মানুষ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, হায়দরাবাদ পৌরনিগম নির্বাচনে চমকপ্রদক সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। ১৫০ আসন বিশিষ্ট জিএইচএমসি-তে ৪৮ আসন নিজেদের দখলে করতে পেরেছে গেরুয়া শিবির। এই নির্বাচনে বিজেপির যে অসাধারণ ফল করতে চলেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই পৌরনিগমের নির্বাচনে রোড শো করেছিলেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে প্রচার করতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি হায়দরাবাদের নাম পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিজেপির জোরালো প্রচারাভিযান যে কাজ দিয়েছে তা এই নির্বাচনের ফলাফল থেকেই স্পষ্ট। রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসকদল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি এই নির্বাচনে ৫৫ আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসি দল এআইএমআইএম ঝুলিতে গিয়েছে ৪৪ আসন। কংগ্রেস পেয়েছি মাত্র দুটি।

অসম বিধানসভা নির্বাচন : হাফলঙে বিজেপি প্রার্থিত্বে ধোঁয়াশা, কংগ্রেসের পাচ্ছেন নির্মল লাংথাসা

হাফলং (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ১৬ নম্বর উপজাতি সংরক্ষিত আসনে বিজেপি-র প্রার্থী কে হবেন এ-নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি দলীয় স্তরে। আগামী ২১-এর নির্বাচনে বিজেপির বর্তমান বিধায়ক শারীরিক অসুস্থতার দরুন নিজে থেকেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই বিজেপি এবার হাফলং আসনে নতুন মুখের সন্ধানে রয়েছে। তবে এ মুহূর্তে হাফলং আসনে বিজেপির প্রার্থিত্ব নিয়ে দলীয় স্তরে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি, জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন।

ধনপাইনন থাওসেন বলেন, এখন পর্যন্ত বিজেপির প্রার্থিত্ব চেয়ে কোনও আবেদন জমা পড়েনি। তাই এখনই বলা মুশকিল, হাফলং আসনে বিজেপির প্রার্থী কে হচ্ছেন। এছাড়া এখন পর্যন্ত প্রার্থিত্ব নিয়ে দলীয় স্তরে কোনও আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়নি।

এদিকে হাফলং আসনে বিজেপির প্রার্থিত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও হাফলং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা। জেলা কংগ্রেসের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী যে নির্মল লাংথাসা হচ্ছেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। সোমবার হাফলং আসছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা অসমের দলের পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং।

উত্তরপ্রদেশে ২ কোটির বেশি করোনা পরীক্ষা হয়েছে

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রত্যাশামতোই দেশজুড়ে শীতকালে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। কিন্তু এরই মধ্যে করোনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে নতুন নজির সৃষ্টি করল বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ। এখন পর্যন্ত দুই কোটিরও বেশি করোনা পরীক্ষা হয়েছে এই রাজ্যে। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে দুই কোটি পরীক্ষার মাইলফলক পেরোল উত্তরপ্রদেশ।

শনিবার রাজ্যের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্যসচিব অমিতমোহন প্রসাদ জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৩৮ করোনা পরীক্ষা হয়েছে। সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২ কোটি ০১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩১২। ভারতের কোন রাজ্যে এত বিপুল পরিমাণে করোনা পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত হয়নি। উত্তরপ্রদেশের মোট করোনা পরীক্ষার ৪০ শতাংশ করা হয়েছে আর টি পিসিআর পদ্ধতিতে। উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২, ২৪৫। এরমধ্যে ১০,৪৫০ হোম আইসোলেশনে রয়েছে। রাজ্যে করোনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৯০০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৮৬৮। রাজ্যে করোনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯৪.৫ শতাংশ। রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা চলছে ২১১৭ রোগীর।

বোকাখাত রেঞ্জ ফরেস্ট কার্যালয়ে আগুন, ছাই বহু নথি, গুলি সহ বন্দুক ও আসবাবপত্র

বোকাখাত (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বোকাখাত রেঞ্জ ফরেস্ট কার্যালয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বন্দুক, গুলি সহ আসবাবপত্র।

ডিএফও রমেশকুমার গগৈ জানান, শুক্রবার মধ্যরাতে বোকাখাত পূর্ব

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোনদিন বাবার নাম ভাঙিয়ে খাননি সারা

বলিউডে পা রাখার আগেই সারা আলী খানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বাবা সাইফ আলী খান বা মা অমৃতার পরিচয়ের বাইরে নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছেন সারা।

প্রথম সিনেমা মুক্তির আগেই তাঁর সাক্ষাৎকার দেখা হয়েছে কোটি কোটিবার। সেখানে মা—বাবার বিচ্ছেদ, কারিনাকে সৎমা হিসেবে পাওয়ার অনুভূতি, এসব 'ট্রিকি' প্রশ্নের উত্তরে দর্শকের হাততালি কুড়িয়েছেন তিনি।

বাবার হাত ধরে যেবার 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে গেলেন, সেটিও সেই সিজনের অন্যতম সেরা শো। সিঙ্গেল মায়ের কাছে অন্যান্য সাধারণ সন্তানের মতোই নাকি মানুষ হয়েছেন তিনি। তারপর দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছেন দেশের বাইরে। সারার মতে, তাঁর যা কিছু অর্জন, সব তাঁর নিজের যোগ্যতায়। তিনি কোনো দিন মা—বাবার নাম ভাঙিয়ে খাননি। 'সিম্বা' ছবির জন্য নিজেই ফোন আর মেসেজ করেছেন পরিচালক রোহিত শেঠিকে। তাঁর অফিসে গিয়ে হাতজোড় করে সিনেমা চেয়েছেন, 'স্যার প্লিজ, আমাকে কাজ দেন।' সারা আর রোহিত দুজনই এই ছবির প্রচারণায় কাপিল শর্মা শোতে এই কথা বলেছেন। রোহিত বলেন, 'আমি অবাক যে ও একাই এসেছে। সঙ্গে কোনো বডিগার্ড বা ম্যানেজার কিচ্ছু নেই। সাইফ আলী খানের মেয়ে, অথচ ওর জন্য কেউ আমাকে ফোন করেনি। ওর অনুরোধে নিয়ে তো নিলাম, চুক্তি করার পর মনে হলো, এ আমি কী করলাম! এখনো ওর একটা ছবিও মুক্তি পায়নি। আর আমার ১০০ কোটি বাজেটের ছবি। কী হবে, কে জানে!'

তাই 'নবাবকন্যা' বলে ডাকলে খুবই বিরক্ত হন সারা। একের পর এক ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি। এবার গুঞ্জন, জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক আদিত্য ধরের আগামী ছবির নায়িকা তিনি। 'উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' ছবির পর আবার আদিত্য আর ভিকি কৌশল জুটি বাঁধতে চলেছেন। জানা গেছে, আদিত্য তাঁর আগামী ছবি 'দ্য ইমমর্টাল অশ্বত্থামা' করতে চলেছেন ভিকিকে নিয়ে।

আর প্রথমবার ভিকির সঙ্গে নাকি জুটি বাঁধতে চলেছেন সারা আলী খান। এই ছবির নায়িকা হিসেবে নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ সারা বলে জানা গেছে। তাঁরা সারার কাছে ছবির প্রস্তাব রেখেছেন। সারা মৌখিকভাবে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে এখনো চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়নি। তবে শিগগিরি সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে সারাকে দেখা যাবে একদম ভিন্নরূপে, এক পৌরাণিক চরিত্রে। এদিকে ভিকি এই ছবির জন্য জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করছেন। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী শরীরচর্চা করছেন এই বলিউড তারকা। মিক্সড মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। ৮০ থেকে ৯০ দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছবিটির শুটিং হবে। কেবল দেশে নয়, দেশের বাইরে গ্রিস, নামিবিয়া, নিউজিল্যান্ড আর জাপানেও শুটিং হবে এই ছবির।

সারা অভিনীত 'কুলি নাম্বার ওয়ান' ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে ২৫ ডিসেম্বর। তবে ছবির ট্রেলারে সারাকে দেখে বিরক্ত হয়েছেন দর্শক। ইউটিউবে একজন লিখেছেন, 'এই ট্রেলারে আমি তেমন কিছুই আশা করিনি, তারপরও সারাকে দেখে আমার কান্না পাচ্ছে।' আর একজন লিখেছেন, 'সারা, অভিনয় ছেড়ে দিন। অন্য কিছু করুন।' এ রকম আরও কিছু মন্তব্য জড়ো হয়েছে ট্রেলারের মন্তব্যের ঘরে। ডেভিড ধাওয়ান পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে আছেন বরুণ ধাওয়ান। এদিকে অক্ষয় কুমার ও ধানুশের সঙ্গে 'আতরাঙ্গি রে' সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন সারা।

দেখুন প্রিয়াঙ্কা—নিকের এক ডজন রোমান্টিক ছবি

দুই বছর ধরে সংসার করছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আর নিক জোনাস। দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে নিক জানিয়েছেন, এখনো তাঁর বিশ্বাসই হয় না, তিনি প্রিয়াঙ্কার জীবনসঙ্গী। নিজের সৌভাগ্যে নিজেই বিস্মিত নিক। প্রতিনিয়ত জানান, প্রিয়াঙ্কার মতো অনুপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখাই তাঁর জন্য অনেক বড় ব্যাপার। প্রিয়াঙ্কাও ছবির ক্যাপশনে উদার হস্তে লেখেন নিককে নিয়ে তাঁর প্রেমকাব্য। সে রকমই এক ডজন ছবি নিয়ে এই আয়োজন।

ওপরের ছবিটি প্রিয়াঙ্কা ও নিকের গায়ে হলুদে তোলা। ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর খ্রিষ্টান রীতিতে বিয়ে করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আর নিক জোনাস। ২ ডিসেম্বর হিন্দু রীতিতে বিয়ে হয়েছে তাঁদের। দুই দিনই বিবাহবার্ষিকী হিসেবে উদ্‌যাপন করেন এই দম্পতি। হলিউডের বড় পর্দা ও সংগীত তারকারা একসঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানে ছিলেন নিক আর প্রিয়াঙ্কা। দুজনের কমন বন্ধুরা বলেছিল, 'তোমরা দুজন দুজনের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নাও। দেখা করো। কথা বলো। আমাদের মনে হচ্ছে, তোমরা দুজন দুজনার জন্যে।' এরপরই দুজন বাইরে লুকিয়ে দেখা করেন। তৃতীয় দিন নিকের মনে হলো, তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর স্বপ্নের রাজকন্যাকে।এই ছবি পোস্ট করে নিক লিখেছেন, 'এই হাসি আমি ভালোবাসি। এই হাসি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু।'দেখুন, গান শুনিয়ে প্রিয়াঙ্কার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছেন

নিক। নিকের একটি বাজে স্বভাব ফাঁস করে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, 'ভোরে ঘুমমাখা চোখে নিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিষয়টা যদিও খুব রোমান্টিক, কিন্তু আমার অস্বস্তি হয়। যতই বলি, "সরো, একটু ময়েশ্চারাইজার মেখে আসি, মাসকারা নিই," সে কিছুতেই মানতে চায় না।'

প্রিয়াঙ্কা আর নিকের বিয়ের পরপরই গুজব রটেছিল, নিক নাকি প্রিয়াঙ্কার দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ। এরপরই দুজন হাত ধরে গণমাধ্যমের সামনে এসে নীরবে তার সমুচিত জবাব দিচ্ছেন।

প্রেম শুরু করার পর প্রিয়াঙ্কা-নিক লুকোচুরির আশ্রয় নেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব সময় নিজেদের সাক্ষাৎ ও ঘোরাঘুরির খবর জানিয়েছেন। আর সম্পর্কের কয়েক মাসের ভেতরই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রিয়াঙ্কা আর নিকের বিয়েতে কোনো অতিথিকেই মোবাইল ফোন বা ক্যামেরা সঙ্গে নিতে দেওয়া হয়নি। আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়া কাউকেই উমেদ ভবন প্যালেসের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। বিয়ের পর প্রিয়াঙ্কা ও নিক দুজনই নিয়মিত বিরতিতে তাঁর রোমান্টিক ছবি পোস্ট করে জানান দিয়েছেন ভালোবাসার। সে রকমই একটি ছবি এটি।বয়সে নিক প্রিয়াঙ্কার ১০ বছরের ছোট। দুজনের দেশ, ধর্ম, জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি সবই ভিন্ন। তবুও ভালোবাসার মাঝে এসবের কোনকিছুই আসতে পারেনি।নিক প্রিয়াঙ্কার চেয়ে ভালো রান্না করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রিয়াঙ্কা ভারতের পাঞ্জাবি খাবার খুব মিস করেন।

'অক্ষয় মানেই মজা আর মজা'

জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের দরজায় কড়া নাড়ছে সুদিন। দীর্ঘদিন তাঁর হাতের কোনো ছবি ছিল না। আর এখন পাঁচটি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন জ্যাকুলিন। 'বচ্চন পান্ডে', 'সার্কাস', 'অ্যাটাক', 'ভূত পুলিশ' আর 'কিক টু'।

বেশ কয়েক বছর দারুণ অনিশ্চয়তার ভেতর কাটিয়েছেন জ্যাকুলিন। হাতে প্রায় কোনো কাজ ছিল না। তবুও কখনো ভেঙে পড়েননি। জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন জ্যাকুলিন। অবশ্য জ্যাকুলিনের দুঃসময়ে শক্ত করে তাঁর হাত ধরে ছিলেন 'প্রিয় বন্ধু' সালমান খান। সেই সময়কে পেছনে ফেলে এখন সফলতার পথে হাঁটছেন তিনি। নাম লিখিয়েছেন 'বচ্চন পান্ডে' সিনেমায়। অক্ষয় কুমার অভিনীত এই ছবির এক নায়িকা হিসেবে কৃতিকে দেখা যাবে। তবে ছবির অপর নায়িকা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল। অবশেষে নির্মাতারা জ্যাকুলিনকেই চূড়ান্ত করেছেন।এ সম্পর্কে একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে জ্যাকুলিন বলেন, 'আমি তখন ইন্ডাস্ট্রিতে সবেমাত্র পা রেখেছি। তখন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার "হাউসফুল" ছবির একটি গানে পারফর্ম করেছিলাম। আর তখন থেকেই সাজিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। আবার আমি সাজিদের ছবিতে কাজ করব ভেবে দারুণ খুশি। "বচ্চন পান্ডে" ছবিটি সাজিদের সঙ্গে আমার চতুর্থ ছবি হতে চলেছে। আর অক্ষয়ের সঙ্গে আবার কাজ করার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি। অক্ষয় মানেই অফুরন্ত মজা। সেটে পুরোটা সময় অক্ষয় মাতিয়ে রাখে। আবার আমরা সবাই দারুণ মজা করতে চলেছি।' শুটিং প্রসঙ্গে জ্যাকুলিন বলেন, 'জানুয়ারি মাস থেকে ছবির শুটিং শুরু করব। অক্ষয় ও সাজিদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি বলে মানসিকভাবে আমি দারুণ আছি।' জ্যাকুলিনের হাতে এখন নামীদামি সব প্রকল্প। নামকরা পরিচালক রোহিত শেঠির 'সার্কাস' ছবির নায়িকা এই শ্রীলঙ্কান কন্যা। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে আছেন রণবীর সিং। এ ছাড়া, 'অ্যাটাক' আর 'ভূত পুলিশ' ছবির মূল নায়িকাও তিনি। ব্যস্ততা নিয়ে জ্যাকুলিন বললেন, 'আমি সম্প্রতি একটি ছবির শুটিং শেষ করেছি। আর একটি ছবির শুটিং চলছে। আর তারপরেই "বচ্চন পান্ডে" ছবির শুটিং শুরু করব। এরপরই সাজিদের পরিচালনায় সালমানের সঙ্গে "কিক টু" ছবির শুটিং করব।'

জামা নেই, তাই জিমে যান না অনন্যা

এয়ারপোর্টে ঘাপটি মেরে থাকে ছবিশিকারির দল। কখন অনন্যা পান্ডে ঢুকবেন বা বের হবেন। তাঁদের জন্য লাল গালিচার পোশাক পরে ঘুরতে হবে অনন্যাকে? সঙ্গে রাখতে হবে মেকআপম্যান? এমনিতেই বিপদে আছেন তরুণ এই বলিউড তারকা! যা—ই করছেন, যা—ই পরছেন, তা নিয়েই ট্রল করছেন দুষ্টু লোকেরা।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অনন্যা জানিয়েছেন, তিনি পারবেন না! জায়গা বুঝে পোশাক পরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর এয়ারপোর্ট লুক নিয়ে কে কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। তাঁর ভাষায়, 'আমি যা পরি, যা করি, যা বলি সবকিছু নিয়ে ট্রল হয়। লোকে কী বলল, সেসব শোনা, দেখা, পড়া বাদ দিয়েছি। এখন আমি কেবল মনের কথা শুনি।'

৩ ডিসেম্বর কারিনা কাপুর খানের 'হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট' শোয়ে ভিডিও কলে অংশ নিয়েছেন অনন্যা। কথা বলেছেন নিজের ফ্যাশন নিয়ে। অন্তঃসত্ত্বা কারিনাও কম যান না। তিনি যেখানে থাকেন, সেখানেই এই টক শোর আয়োজন করে ফেলেন।

অনন্যার কাছে প্রথমেই কারিনা জানতে চান তাঁর প্রিয় পোশাক কী? ২২ বছরের এই বলিউড তারকা বলেন, 'আরামদায়ক যেকোনো কিছু। পরতে ভালো লাগলেই সেটা আমার প্রিয়। সেটা হতে পারে ছেঁড়া জিন্সের সঙ্গে ঢিলেঢালা শার্ট বা ঝকমকে ভারী গাউন।' দীপাবলির কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'এর মধ্যে একবার ডিজাইনার মনীষ মালহোত্রা দীপাবলির পার্টির জন্য লাল ঝালরের একটা গাউন বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা পরে এত ভালো লাগছিল যে পার্টিতে গিয়ে একটুও নড়াচড়া করিনি। যদি সাজসজ্জা এদিক—সেদিক হয়ে যায়!'

'জিম লুক', 'এয়ারপোর্ট লুক' ও 'লকডাউন লুক' নিয়েও কথা বলেছেন অনন্যা। জানিয়েছেন, প্রতিদিন জিমে পরে যাওয়ার মতো নতুন নতুন জামা নেই তাঁর। তাই জিমে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। তবে বাড়িতেই চলছে ব্যায়াম।

বলিউডে এ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে অনন্যার দুটো সিনেমা, 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু' আর 'পতি পত্নী অর ও'।

তৃতীয় সিনেমা 'খালি পিলি' মুক্তি পেয়েছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। চলছে চতুর্থ ও পঞ্চম ছবির কাজ। এর মধ্যে পুরী জগন্নাথ পরিচালিত ছবিতে তাঁর সঙ্গে থাকবেন দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবরকোন্ডা। আরেকটি ছবির পরিচালক শকুন বাত্রা। কারিনার অনুষ্ঠানে অনন্যা জানালেন, তাঁর স্টাইল আইকন দুজন। এক কারিনা আর দুই রণবীর সিং। এ দুজন পোশাক আর স্টাইল দিয়ে সবার নজর কেড়ে নিতে পারেন।

শনিবার আগরতলায় টিআরটিসি কর্মী সংগঠন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

মুখ খোলার পরেই বদলি বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থার অভিযোগ জানান তাঁরা। এরপর সাংবাদিকদের কাছো প্রকাশ্যেই ক্ষোভ জানান মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। রাত কাটতেই মিল্লি আল আমিন থেকে রামমোহন কলেজে বদলি করা হল বিজেপি নেত্রী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

মুখ খোলার পরই বদলি, ইঙ্গিত দিয়ে বৈশাখী শনিবার বলেন,"বদলি মানছি না, এটা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ'। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর শোভনবাবু গতকাল বলেন, 'আল আমিন কলেজ থেকে বৈশাখীকে উপড়ে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কলেজ কারও লক্ষ্যপূরণের জায়গা নয়। সরকারের আত্মসমালোচনা করা উচিত। রাজ্যপাল সহানুভূতির সঙ্গে গোটা বিষয়টি শুনেছেন।" সূত্রের খবর, শোভন-বৈশাখীর প্রত্যক্ষ এই অভিযোগে রীতিমত ক্ষুব্ধ খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এরপর দিনের প্রথম ভাগেই চলে আসে বৈশাখীর বদলির নির্দেশিকা।বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার অভিযোগ করেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কলেজের সামনে আন্দোলন করা হচ্ছে। আমি তো পদ ছেড়ে দিয়েছি, পোস্টারে কেন আমার নাম। পড়ুয়াদের কেন বিপথগামী করা হচ্ছে, তদন্ত হোক। ফিরহাদ হাকিমের কী অধিকার আছে?ওনার কী অধিকার আছে আমাকে উৎখাত করার? ফিরহাদ হাকিম আমাকে চাকরি দেননি।'শুভেন্দু অধিকারীর পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী 'ছোটবেলা থেকেই শুভেন্দুকে চিনি, শিশিরদাকে জানি। শুভেন্দু তাঁর মত নিজেই জানাবেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার নিজের সম্মান রয়েছে। শুভেন্দু একজন পরীক্ষিত সৈনিক। কারও অধিকার হরণ হলে বিচার হওয়া উচিত।"

সাধন পাণ্ডেকে বুঝিয়েছি ছোট ছোট বিষয়গুলি নিয়ে অযথা বিচলিত না হতে, ফিরহাদ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ। শনিবার মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের সামনেই দু' পক্ষের হাতাহাতি হয়। তাঁকে প্রশ্ন করায় অকুস্থলে নিগৃহিত হন এক সাংবাদিক।

এই পুরো বিষয়ে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। তিনি বলেন, 'সাধারণত একজন বলিষ্ঠ নেতা দীর্ঘদিনের বিধায়ক বর্তমানে সরকারের মন্ত্রী সাধন পান্ডে। তাকে ইতিমধ্যেই আলোচনায় বুঝিয়েছি ছোট ছোট বিষয়গুলি নিয়ে অযথা বিচলিত না হতে। এত বড় শহর ও রাজ্যের একাধিক সমস্যা ও বিষয় রয়েছে'। ফিরহাদ আরও জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বাংলা গড়ছেন। সেই কর্ম যজ্ঞে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে'।

প্রসঙ্গত, এ দিন কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অনিন্দ্যকিশোর রাউত ও তাঁর অনুগামীরা। পরে মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে ও তাঁর সঙ্গীরা সেখানে যান। এরপর মন্ত্রীর সামনে দু'পক্ষের প্রথমে বাদানুবাদের পরে হাতাহাতি বেধে যায়। মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কেন এই ঘটনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। মাটিতে ছিটকে পড়েন তিনি। ছিটকে পড়ে বুম। আশেপাশের মানুষ তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জলের ব্যবস্থা করে। এই নিয়ে কোঅর্ডিনেটর ও মন্ত্রী কেউই এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

গতকাল ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেও দুয়ারে সরকার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে উল্টোডাঙায়। ছিঁড়ে দেওয়া হয় নথি। সাধনবাবুর অনুগামীদের অভিযোগ, বিদায়ী পুর কাউন্সিলরের অনুগামীরা লাইন ভেঙে ঘনিষ্ঠদের নাম নথিভুক্ত করাতে শুরু করে। এতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মন্ত্রী এসে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন। বিদায়ী পুর কাউন্সিলরের দাবি, মন্ত্রী এসে গোটা প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করে নথি ছিঁড়ে দেওয়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে যায় মানিকতলা থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলিতে দূর্নীতি হচ্ছে, অভিযোগ আর্জুন মুন্ডার

ঝাড়্গাম, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলিতে দূর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর্জুন মুন্ডা। শনিবার গোপীবল্লপুরে সংকল্প অভিযানে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগলেন বিজেপির এই নেতা।

এদিন তিনি বলেন শুভেন্দু অধিকারীর সম্পর্কে দলীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি জানার পর দলে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিন গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিজেপি নেতা অর্জুন মুন্ডা গৃহ সংকল্প অভিযানে এসেছিলেন।এদিন গোপীবল্লভপুরে একটি অতিথীশালাতে গৃহ সংকল্প অভিযানে উদ্বোধন করেন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে।এখানে তিনি দলীয় কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।এখান থেকে তিনি সংকল্প অভিযানের জন্য ফানিয়ামারা গ্রামে একটি দলিত পারিবারের বাড়িতে যান।সেখানে গৃহ সংকল্প অভিযানের একটি হ্যান্ডবিল তুলে দেন।সেখান থেকে সোনারীহারা গ্রামে গোপীবল্লভুপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দাঙ্গি সোরেনের বাড়িতে মধ্যহ্নভোজন সারেন।এরপর তিনি বিকেলে ঝাড়গ্রাম আসেন এবং ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরমের বাড়িতে যান।সেখানে ঝাড়গ্রামের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবিদের সাথে বৈঠক করেন।বৈঠক শেষে সেখান থেকে বেলপাহাড়ির শিলদাতে যান।শিলদা কমিউনিটি হলে দলীয় কার্যকর্তাদের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন।

বিজেপি নেতা অর্জুন মুন্ডা গোপীবল্লভপুরে বলেন " এই রাজ্যে আদিবাসী কোন উন্নয়ন করা হয় নি।শুধু রাজনীতি করা হচ্ছে।গ্রামের মানুষকে দশ বছর অপেক্ষায় রেখে এরা কি করেছে।বিজেপির কার্যকর্তাদের উপর হামলার উপর হামলা করা হচ্ছে।বিজেপি দেশ সুরক্ষার জন্য কাজ করছে।আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে।কেন্দ্রের সেই টাকা এখানে পৌছায় না।অনেক প্রকল্প এখানে রূপায়িত হয় না।প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকায় নাম তোলার জন্য এখানে গুন্ডা গর্দি করা হচ্ছ,টাকা তোলা হচ্ছে।ঘরের জন্য কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে ।তাতে দূর্নীতি করা হচ্ছে।রাজ্যে আদিবাসী ক্ষেত্রে কোন কাজ হচ্ছে না।যতক্ষন না পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বদল আসছে ততক্ষন আমরা পিছনে তাকাবো না এগিয়ে যাব।লড়াই হবে।এই লড়াতে আমরা জিতব।" এদিন সংবাদিক সম্মলেনে তাঁকে শুভেন্দু বাবু বিজেপিতে আসছে কিনা প্রশান করা হলে তিনি প্রথমে জানতে চান তিনি কে।পরে দলের কার্যকর্তাদের কাছে জেনে তিনি বলেন" বিজেপিতে সকলেই স্বাগত।"

দিল্লীতে কৃষক আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন " বাংলায় আছি বাংলার সম্পর্কে বলব।এই রাজ্যেও অনেক কিছুই হয়।"এদিন বিকেলে ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেনরমের বাড়িতে বিভিন্ন বুদ্ধিজীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের বেশ কিছু দাবি দাওয়া শোনেন।অনেকে তার কাছে ঝাড়গ্রামে আয়ুশমান হাসপাতাল চালু করা,দূরদর্শনে আদিবাসী সংস্কৃতি যাতে দেখানো হয় সহ বেশ কিছু দাবি করেন। এদিন তার সাথে ছিলেন বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সুখময় শতপথি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।

আসানসোলে বিজেপি-র সমাবেশে আক্রমণে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র

আসানসোল, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শনিবার আসানসোলে বিজেপি-র সমাবেশে আক্রমণের প্রেক্ষিতে তৃণমূলকে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

তিনি টুইটে লেখেন, "কয়লা মাফিয়া ও দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য বারাবনি, লালাকে (আনুপ মাজি) সামনে রেখে কয়লা মাফিয়া অসিত সিং দিনের পর দিন এই চক্র চালিয়ে গেছে। এতে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারিরও মদত আছে।

সিবিআই-এর তল্লাশির ফলে এদের সোনার সংসার ভেঙে গেছে বলেই 'আর নয় অন্যায়' কর্মসূচিতে এই নক্কারজনক হামলা। এই হামলার উত্তর মানুষ ২০২১-এ ইভিএমে দেবে।"

উল্লেখ্য, গরু পাচারকাণ্ডের মাথা এনামুলের সঙ্গে ক'দিন আগে জড়িয়েছে রাজ্যের এক কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া অনুপ মাঝি ওরফে লালার নাম। এনামুলের বাহিনী মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গে কয়লা পাচার করত লালা। সম্প্রতি কলকাতায় শেক্সপিয়র সরণী-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় অনুপ মাঝির বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় আয়কর দফতর। সেখান থেকে উদ্ধার হয় বহু কাগজপত্র। সেখানেই অনুপ-এনামুলের সম্পর্কের হদিস মেলে।

সক্রিয় রোগী ৮,৪৯৮ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৭০

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ফের সামান্য বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৯৬ জন এবং দৈনিক মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭২,৭১৯ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৭০ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬২,৭৫১ জন।

শনিবার তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৯৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬২,৭৫১ জন করোনা-রোগী। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮,৪৯৮ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৩৪ শতাংশ।

করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত পাকিস্তানে, দৈনিক সংক্রমণ উর্ধমুখী

ইসলামাবাদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে হু হু করে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার সকাল পর্যন্ত ৫২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১১৯ জন। শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮,৩০৩ জনের প্রাণ।

শনিবার সকালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১৩,১৯১।

তরুণ প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মিশন রোজগার প্রকল্প গ্রহণ উত্তরপ্রদেশ সরকারের

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনার কারণে আর্থিক সঙ্কটের জেরে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্মসংস্থান তৈরি করার লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। চলতি আর্থিক বছরে ৫০ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শনিবার মিশন রোজগার অভিযান শুরু করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। কর্মপ্রার্থীদের স্বাবলম্বী করে তোলাই মূল লক্ষ্য। এখনও পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের মতন রাজ্যে এটি হচ্ছে সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থান প্রকল্প।

১০০ দিনের কাজের থেকেও বেশি কর্মসংস্থান হবে এই প্রকল্পে। জানা গিয়েছে সরকারের বিভিন্ন দফতরে যে সকল শূন্যপদ রয়েছে তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সরকারের অধীনে থাকা পরিষদ, নিগম, সংস্থাগুলোতে যেসকল খালি পদ রয়েছে তা পূরণ করা হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ এই প্রকল্পের মাধ্যমে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নির্দেশ দিয়েছেন যে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পরিসর বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শনিবার রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলির ৩৬ হাজার ৫৯০ নবনিযুক্ত সহশিক্ষকদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মিশন রোজগার অভিযানের শুভারাম্ভ করেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া এই নিয়োগপত্র দেওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হল।

গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে নিষ্ঠা সহকারে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও অবিচল থাকাটা একটা বিশাল উপলব্ধি।

এই প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে বহু বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একের পর এক মামলার কারণে প্রক্রিয়া পূর্ণ করতে সময় লেগে গিয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিটা ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারি চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে বিভেদকামী মনোভাবের যে কলঙ্ক রাজ্যের গায়ে লেগেছিল। তা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া রাজ্য সরকার। এই নিয়োগ-প্রক্রিয়া কারো সঙ্গে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি।

নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া এবং দক্ষতার মানদণ্ডে এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে ৩ লাখের বেশি নিয়োগ হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে আরো ৫০ লাখ যুবকযুবতীদের নিয়োগ, বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, স্বাবলম্বী মাধ্যমে কর্মসংস্থান দেওয়া হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের মধ্যে থাকা ৪.৩৭ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ১১০৬২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এতে রাজ্যে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কর্মসংস্থান বাড়বে। চলতি আর্থিক বর্ষে রাজ্যজুড়ে ২০ লক্ষ নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। কর্মপ্রার্থীদের প্রতিটা ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য হেল্পডেস্ক গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিটি দফতরে। প্রতিটি শহরে জেলাশাসক এর নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা মেনে কর্মসংস্থানে নতুন খবর তা আপডেট করা হবে। মিশন রোজগার প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে শ্রম এবং সেবা আয়োজন বিভাগ।

যে সকল ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়েছে তা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হবে। রাজ্যের তরুণ-তরুণীরা যাতে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের পরিণত হতে পারে সেই লক্ষ্যে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

উত্তরপ্রদেশ কৌশল বিকাশ নিগমের ওয়েবসাইটে গিয়ে লগইন করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাজ্যের ৫০ হাজার যুবক যুবতীদের বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক স্তরে পাঠক্রম সম্পর্কে অবগত করানো হবে। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত ৩৮০০ পাঠক্রমের মধ্যে তরুণ-তরুণীরা বেছে নিতে পারবেন পছন্দের মতন বিষয়।

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এমএসপি এবং কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটি এপিএমসি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকায় বিগত আট দিন ধরে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দিল্লিজুড়ে। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একাধিকবার কৃষকদের সঙ্গে সরকারপক্ষের বৈঠকে বসা সত্বেও কোনও সুরাহা বেরিয়ে আসেনি। ৩ ডিসেম্বরের বৈঠকে সরকার কৃষকদেরকে বলেছিল যে নতুন আইন সংশোধিত করা হবে। এমএসপি-র ওপর কোনও কাটছাঁট করা হবে না। কিন্তু কৃষকরা নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিলের পক্ষে। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটির অনুপস্থিতিতে বিহারের কৃষকরা দুর্ভোগে রয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রী নিজে গোটা দেশকে এতে ঠেলে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কর্তব্য কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ ফের বিজ্ঞান ভবনে কৃষকদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসবে কেন্দ্র। তার আগে কিষান মহাপঞ্চায়েতের সভাপতি রামপাল জাঠ জানিয়েছেন, নতুন তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থাকার বিষয়ে লিখিত দিতে হবে কেন্দ্রকে। আজকের বৈঠকে যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে রাজস্থানের কৃষকরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। তাদের লক্ষ্য থাকবে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা।

বৃহত্তর হায়দরবাদ পৌরনিগম নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): বৃহত্তর হায়দরাবাদ পৌরনিগম জিএইচএমসি নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদদুরাপ্পা। শনিবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজের টুইট বার্তায় দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট এই বিজেপি নেতা লিখেছেন, হায়দরাবাদে বিজেপির চমকপ্রদ জয় থেকে স্পষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের রাজনীতিতে জনগণ আস্থাশীল। নির্বাচনে তুঙ্গস্পর্শী সাফল্যের জন্য তেলেঙ্গানার বিজেপির কার্যকর্তাদের অভিনন্দন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহত্তর হায়দরাবাদ পৌরনিগম নির্বাচনে চমকপ্রদক সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। ১৫০ আসন বিশিষ্ট জিএইচএমসি-তে ৪৮ আসন নিজেদের দখলে করতে পেরেছে গেরুয়া শিবির। এই নির্বাচনে বিজেপির যে অসাধারণ ফল করতে চলেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই পৌরনিগমের নির্বাচনে রোড শো করেছিলেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে প্রচার করতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি হায়দরাবাদের নাম পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিজেপির জোরালো প্রচারাভিযান যে কাজ দিয়েছে তা এই নির্বাচনের ফলাফল থেকেই স্পষ্ট।রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসকদল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি এই নির্বাচনে ৫৫ আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসি দল এআইএমআইএম ঝুলিতে গিয়েছে ৪৪ আসন। কংগ্রেস পেয়েছি মাত্র দুটি।

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত পুঞ্চে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি ফিরছেই না। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার বেলা ১১.৪০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার বেলা ১১.৪০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার শেলও নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষ। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। এর আগে শুক্রবার রাত ৯.৫০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায়, হীরানগর সেক্টরের পানসার বর্ডার আউটপোস্ট এলাকায় হামলা চালায় পাক সেনা।

শিবসাগরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি, অগ্নিদগ্ধ এক

শিবসাগর (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগরে সংঘটিত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ-পাঁচটি দোকান সহ বসতবাড়ি ভস্ম হয়ে গেছে। ঘটনা গতকাল শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় এক ব্যক্তি ঘায়েল হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শিবসাগর শহর সংলগ্ন দ্বারিকাপাড়ার খাটথারে গতকাল রাতে একটি দোকানে আগুনের সূত্রপাত হয়। ক্ষণিকের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দোকান এবং বসতবাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। ইত্যবসরে তিনটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে ভংয়কর রূপ ধারণ করে আগুন।

এদিকে আগুনের খবর পেয়ে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহু কসরতের পর আগুন নিযন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলের কর্মীরা। তাঁদের প্রচেষ্টায় দ্বারিকাপাড়ার বৃহত্তর খাটথার এলাকা রক্ষা পড়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেন। তবে অগ্নিকাণ্ডে বাবা কেঁচ, মুনু কেঁচ, মনোজ কেঁচ, শংকর গগৈয়ের দোকানবাড়ি সহ জনৈক রামেশ্বর চেতিয়ার বসতঘর ও দোকানের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি, তবে শর্ট সার্কিটের ফলে তা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা দমকল আধাকরিকের।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোকান মালিক শংকর গগৈ অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে শিবসাগর অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আগুনে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পিসি-ভাইপোকে কীভাবে রক্ষা করবেন, সে কথা চিন্তা করুন : রাজু ব্যানার্জি

কামারহাটি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : "দুয়ারে গেলে আমরা লোকের আপ্যায়ন পাচ্ছি। আর সরকারের লোকেরা দুয়ারে গেলে মা-বোনেরা ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। " শনিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী। এই সঙ্গে তৃণমূলকে উদ্দেশ করে বলেন, পিসি-ভাইপোকে কীভাবে রক্ষা করবেন, সে কথা চিন্তা করুন। উত্তর ২৪ পরগণার কামারহাটিতে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল যে অনাচার, অত্যাচার করেছে, তাতে তো বলবেই মার ঝাড়ু মার ঝেঁটিয়ে বিদায় কর। পিসি আর ভাইপোর স্বৈরাচারী শাসনে বাংলার মানুষ তিতিবিরক্ত। পশ্চিমবঙ্গে এই স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি, সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির মানোন্নয়নের জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। সবার মন্তব্য, অভিযোগ শোনার চেষ্টা করছি।

তৃণমূলের আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন বিজেপি কর্মীরা এতদিন অন্যায় করেছেন। এখন ভাল হতে চেয়ে 'আর নয় অন্যায়' অভিযান শুরু করেছেন। এ সম্পর্কে সাংবাদিকের প্রশ্নে প্রতিক্রিয়ায় "আইনমন্ত্রী নিজেই তো আইন মানেন না। ভারতের মন্ত্রী কিনা জানিনা। জনগণ ঠিকমত গাইতে পারেন না। ভোট লুঠ করে জিতে এসেছেন। বাংলার মানুষ ঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। পিসি-ভাইপোকে কীভাবে রক্ষা করবেন, সে কথা চিন্তা করুন।'

অর্ণব গোস্বামীর পাশে দাঁড়ালেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০১৮ সালের ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের আত্মহত্যার ঘটনায় শুক্রবার মহারাষ্ট্রের রায়গড় থানা রিপাবলিক টিভি প্রধান সম্পাদক গোস্বামী বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। এর প্রতিবাদে শনিবার টুইট করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

এদিন রাজ্যের মহাবিকাশ আখারি জোট সরকারকে কটাক্ষ করে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যেখানে নিজের পর্যবেক্ষণে পেয়েছে আত্মহত্যা প্রাথমিক তদন্ত ও প্রমাণে অর্ণব গোস্বামী যুক্ত নয়। পাশাপাশি অর্ণব বোম্বে হাইকোর্টকে পত্র লিখে জানিয়েছেন যে তিনি এই তদন্তের সমস্ত রকমের সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। তবে কেন তাড়াহুড়ো করে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হল। নিজের অপর একটি টুইট বার্তায় দেবেন্দ্র ফড়নবিশ লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে কি অবজ্ঞা করা হচ্ছে না? ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর কি কষাঘাত করা হচ্ছে? সুপ্রিম কোর্টের আগে নির্দেশ থেকে এই রাজ্য সরকার কোনও রকমের শিক্ষা নেয়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৮ সালে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর আনভয় নায়েকের আত্মঘাতী মামলায় শুক্রবার অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে রায়গড় পুলিশ। তার প্রেক্ষিতে এ দিন টুইট করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

বড় সংসারে মান অভিমান থাকে- দলের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ফিরহাদ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বড় সংসারে মান-অভিমান থাকে। দলের অন্তর্দন্দ্ব সম্বন্ধে এমনটাই মন্তব্য করলেন পুর প্রশাসক মন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ প্রসঙ্গে একথা বলেন ফিরহাদ। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব বন্দোপাধ্যায় এবং দলের আরও এক নেতা অতীন ঘোষ বিদ্রোহের ভাষায় বঞ্চনার অভিযোগ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে এদিন ফিরহাদ পাল্টা মন্তব্য করে কার্যত বিদ্রোহের সুরকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডিসেম্বরের মধ্যেই তৃণমূল দল বলে কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে তার পদস্খলন শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন ফিরহাদ তার সাফাইতে বলেন, ”মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আছেন মাথার উপর তখন চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি সব দেখছেন। তিনি সবার জন্য ভালো করবেন।”

অন্যদিকে, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফিরহাদ বলেন, ”রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী হিসাবে ভাল কাজ করছে। ও ভালো ছেলে আমাদের ছোট ভাইয়ের মতো। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সব মিটে যাবে।’

ফুলবাড়িতে ১২টি গোরুসহ ধৃত দুই ব্যক্তির জেল হেফাজতের নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে পাচারের আগে ১২টি গোরুসহ গ্রেফতার দুই ব্যক্তির জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল বিচারক। শুক্রবার গভীর রাতে দুই ব্যক্তিরে গোরুসহ গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল দাবির হোসেন ও হবিবুর রহমান।

ধৃত দুই ব্যক্তিই উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, একটি ছোট মালবাহী গাড়িতে ধৃতরা ওই গোরুগুলি ডালখোলা থেকে কোচবিহারের সোনাপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছিল। কোচবিহার থেকে সেগুলি বাংলাদেশ পাচারের জন্য ছক কষা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে ফুলবাড়ি এলাকায় পুলিশ টহল দেওয়ার সময় সন্দেহভাজন গাড়িটিকে আসতে দেখে সেটিকে থামিয়ে দেয়। এরপর গাড়িতে থাকা দাবির হোসেন ও হবিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে ওই গোরুগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিল। এরপরই পুলিশ ওই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

প্রধানমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

লক্ষ জনগণের এই শহর উপকৃত হবে। প্রতিবছর যে ৬০ লক্ষ পর্যটক এই শহরে আসে তাদেরও সুবিধা হবে। ৮৩৭৯.৬২ কোটি টাকার এই প্রকল্প আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হবে। এই প্রকল্পের নকশা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন, বাস ডিপো, স্কুল ও কলেজে সহজেই গমন করা যাবে।

স্বতন্ত্র বিল

তিনের পাতার পর

মেয়েদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ধর্ম স্বতন্ত্র বিল ২০২০ হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বেটি বাঁচাও অভিযান। এদিন এই বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের কমিটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। লাভ জিহাদে দোষী সাব্যস্ত হলে ১০ বছরের জেল হবে। সেই প্রস্তাব এই বিলে দেওয়া রয়েছে। যে কাজী বা মৌলবী ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তেমনি বিধান এই বিলে দেওয়া রয়েছে। জোর করে বিয়ে দেওয়া, ধর্মান্তরিতকরণ অভিযোগ মেয়ের বাড়ির পরিবারের লোক পুলিশের কাছে করতে পারবে

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত নেপাল সীমান্তে ১৯ ব্যাগ তামাক সহ গ্রেফতার এক পাচারকারী

খড়িবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভারত নেপাল সীমান্তে ১৯ ব্যাগ তামাক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল ধনতোলার জওয়ানরা। শনিবার নাকা চেকিং চলছিল।সেইসময় ৩টি সাইকেলে করে বেশকয়েকজনকে কিছু নিয়ে যেতে দেখেন জওয়ানরা। এরপর ভারত সীমান্তে তাদের দাঁড় করানো হলে পাচারকারীরা সাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।তার মধ্যে একজনকে ধরে ফেলে জওয়ানরা।সাইকেলে রাখা ব্যাগগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১৯ ব্যাগ তামাক।সাইকেল, উদ্ধার হওয়া তামাক ও গ্রেফতার পাচারকারীকে কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি জিরাফ শাবক

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শনিবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রকাশ্যে এল নতুন অতিথি জিরাফ শাবক। তাকে দেখতে এদিন বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় দর্শকদের।

সূত্রের খবর সেটির জন্ম হয়েছিল ২৭ নভেম্বর। গত ক'দিন প্রায় আঁতুরঘরেই ছিল সে। লকডাউনে অনেক দিন বন্ধ ছিল চিড়িয়াখানা। এর পর শীতের শুরুতে দর্শক সমাগম শুরু হয়েছে। এদিন শিশু জিরাফটি তার মা লক্ষীর সঙ্গে নরম রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ায়। চিড়িয়াখানায় অতিথির আগমনে খুশি দর্শকরা। এ নিয়ে আলিপুরে জিরাফের সংখ্যা দাঁড়াল ৯।

বারাবনির ঘটনা ছোটো ঘটনা নয়, আমরা বরদাস্ত করব না : কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

দুর্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর(হি.স.): ”ভাইপোর নেতৃত্বে সারা রাজ্যে হিংসা সাম্রাজ্যে পরিনত হয়েছে। আমাদের ১৩০ জন কর্মী খুন হয়েছে। তৃণমূল আর মমতার সরকারের প্রশয়ে বাংলায় মাফিয়া, গুন্ডারা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। বারাবনির ঘটনা ছোটো ঘটনা নয়। শান্তিপুর্ন আন্দোলন পুলিশ আর গুন্ডা দিয়ে দামানোর চেষ্টা করছে। আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী করছি।” শনিবার দুর্গাপুরে গুলিবিদ্ধ দলীয় কর্মীকে দেখতে এসে ঘটনার কড়া নিন্দা করে এমনই দাবী করলেন বিজেপির রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

উল্লেখ্য, শনিবার আসানসোলের বারাবনিতে ”আর নয় অন্যায়” স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপির যুব মোর্চা। বারবনির জামগ্রামে মিছিল শুরু হতেই বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা চলে বলে অভিযোগ। গুলি ও বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৫ জন বিজেপিকর্মী আহত হয়। আহতদের মধ্যে কালিচরন দাস নামে গুলিবিদ্ধ এক বিজেপিকর্মীকে দুর্গাপুরে এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে তৃণমূলের দিকে। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে আহত দলীয় কর্মীকে দেখতে এদিন বিকালে দুর্গাপুরে আসেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এদিন আহত কর্মীকে দেখে হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।

কৈলাশ বিজয়বর্গীয় রাজ্য সরকার ও পুলিশকে কড়া ভাষায় আক্রমন করে বলেন,’ ভাইপোর নেতৃত্বে সারা রাজ্যে হিংসা সাম্রাজ্যে পরিনত হয়েছে। সারা রাজ্যে ১৩০ জন বিজেপিকর্মী খুন হয়েছে। তারজন্য দায়ী তৃণমূল আর মমতা ব্যানার্জীর সরকার। ভাইপোর প্রশয়ে রাজ্যে মাফিয়া আর গুন্ডারা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে।’

তিনি আরও বলেন,’ রাজ্যে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে। তারজন্য আমরা কখনই হিংসার সাহায্য নিই না। ভবিষ্যতেও নেব না। গনতন্ত্রে হিংসার কোন স্থান নেই। গনতন্ত্রে হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।’ এদিন বারাবনির ঘটনা টেনে তিনি বলেন,’ এটা ছোটো ঘটনা নয়। শান্তিপুর্ন আন্দোলনে এরকম পুলিশ আর গুন্ডা দমানো চেষ্টা করেছে। আমরা বরদাস্ত করব না। রাজ্যে যেরকম অরাজকতা চলছে, তার বিরুদ্ধে বিজেপি সারা রাজ্যজুড়ে আন্দোলন করবে।’

এদিন তিনি পুলিশের ভুমিকায় নিয়ে কড়া আক্রমন করে বলেন,’ পুলিশের রাজনীতিকরন দেখেছি। কিন্তু এখানে অপরাধীকরন। অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের সাটঘাট আছে। পুলিশের জানাছিল বিজেপির মিছিল বেরোবে। পুলিশের উপস্থিতিতে গুলি বোমা চলল। এটা অরাজকতা ছাড়া কি বলা যায়। এটা বাংলাতে হতে পারে। আমরা ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। রাজ্যে রাষ্ট্রপতিশাসনের দাবী করছি।’

অসম শাখা

তিনের পাতার পর

তারা নির্মম আক্রমণ নামিয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দল এই আন্দোলনের জন্য তৃণমূল স্তরে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং এই আন্দোলনকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত নিষ্ঠাবান যুবক ও ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যুক্ত হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

এছাড়া, দলের পক্ষ থেকে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকেও নির্বাচন সর্বস্ব সুবিধাবাদী নীতি পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ তীব্রতর সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিজিত কুমার সিংহ।

আসবাবপত্র

তিনের পাতার পর

অসম বন্যপ্রাণী ডিভিশিনাল কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত রেঞ্জ কার্যালয়ে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের করাল গ্রাস থেকে গোটা কার্যালয় রক্ষা পেলেও বহু নথিপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গুলি, বন্দুক এবং কিছু আসবাবপত্র জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। তিনি জানান, গত রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন জেনারেটর চালাতে গিয়ে কর্তব্যরত গণ্ডার সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান কার্যলয় থেকে ধোয়া বের হচ্ছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে কন্টোলরুম এবং তাঁকে (ডিএফও) ঘটনার খবর দেন। তিনি বোকাখাত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে ফোনে ঘটনার দিলে একটি ইঞ্জিন নিয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা।

সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা

দুইয়ের পাতার পর

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসার, টেক্স না দেওয়া ব্যবসায়ী, দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি শত্রু দেশের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না?

আসলে এই বিষয়টি সকলের জানা অত্যন্ত জরুরি, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি আদালতে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁকে নিরপরাধই মনে করা হয়। এই বিষয়টি পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাকেও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। এজন্য তাঁদের তদন্তের নতুন নাতুজ উপায় খুঁজতে হবে, যাতে অভিযুক্ত দীর্ঘদিন পুলিশের চোখে ফাঁকি না দিতে পারে। এরইমধ্যে এটাও আশা করা যেতে পারে যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালনে যেন বিলম্ব না হয়। সবাই একটাই বিষয় মনেপ্রাণে চান, তদন্তকারী সংস্থা যেন ভালোভাবে কাজ করে। অপরাধীদের সঙ্গে প্রয়োজন মতো কঠোরতা অবলম্বন করে। একইসঙ্গে এটাই প্রতীক্ষিত যে, পুলিশি হেফাজতে সবাই সুরক্ষিত থাকবেন। এটা দেশের পক্ষে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পরম্পরা। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

পশ্চিমবঙ্গে কমছে করোনা, একদিনে আক্রান্ত ৩১৭৫জন

কলকাতা, ৫ডিসেম্বর (হি. স.): স্বস্তি বাড়িয়ে গত একদিনে রাজ্যে ফের কমল দৈনিক সংক্রমণ। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৭৫জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩২০৭জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৪৭শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৯জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২০শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

সংযোজক

● প্রথম পাতার পর

রাখবেন বজরং দলের রাষ্ট্রীয় সংযোজক সোহন সলঙ্কি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির বিষয়ে জানান বজরং দলের ত্রিপুরা রাজ্য সংযোজক বিমল সূত্রধর। সিলেট জেলার সংযোজক তুষার ভৌমিক, বিভাগীয় সংগঠন মন্ত্রী পার্থ প্রতিম দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

আগ্রাসী

● প্রথম পাতার পর

বর্মন সহ আশিষ কুমার সাহা, দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, সুশান্ত চৌধুরী নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আরও অনেকেই বিদ্রোহীর তালিকায় রয়েছেন, তারাও বিজেপির আদর্শে কতটা অনুপ্রানিত দলের অন্দরেই এই বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। ফলে, বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ দলের নবনিযুক্ত প্রভারী খুঁজে বের করবেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সেই খাবারই গ্রহণ করলেন তাঁরা।

এদিকে, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপর কোন রকমের কাটছাঁট করা হবে না। শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃষকদের আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে এই দিনের বৈঠকে কোন সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। ফলে পরবর্তী বৈঠক হবে ৯ ডিসেম্বর।

কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এমএসপি যেমন ছিল তেমনি থাকবে। একে কোনওভাবেই বিলুপ্ত করা হবে না। তবে তা সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্র। নতুন আইনের ফলে রাজ্যগুলিতে থাকা মান্ডি ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না। এপিএমসি-কে শক্তিশালী করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এর জন্য যেকোনও পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত সরকার। এপিএমসি নিয়ে কারও মনের মধ্যে যদি ভুল ধারণা বাসা বেঁধে থাকে তা দূর করা হবে। কৃষক নেতাদের প্রস্তাবিত সমস্ত দিক বিবেচনা করা হবে। কৃষক নেতাদের থেকে পরামর্শ পেলে সমস্যার সমাধান করতে সুবিধা হবে। করোনা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে আসা মহিলা এবং শিশুদের বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। বিক্ষোভ ও বিরোধের পথ ছেড়ে কৃষকদের আলোচনায় বসা উচিত। একাধিক পর্যায় সরকার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে। আগামী দিনেও এই ধরনের বৈঠক এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক প্রশাসন। কৃষকদের কল্যাণার্থে মোদী সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আগামী দিনেও সেই ধারা বজায় থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত কয়েক বছরে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেটে কৃষি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোদী সরকারের উপর আস্থাশীল থাকা উচিত কৃষকদের। কৃষকদের স্বাস্থ্যের দিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য কৃষক নেতাদের ধন্যবাদ জানাই। এই দিনের বৈঠকে কোনও সমঝোতায় না আসার ফলে পরবর্তী বৈঠক হবে ৯ ডিসেম্বর। দুর্ভোগ কমাতে কৃষকদের উচিত বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেওয়া।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সর্বভারতীয় কিষান সভার সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা জানিয়েছেন, কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে প্রথম থেকেই বলে আসা হচ্ছিল তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। কোন ভাবেই সংশোধন করলে চলবে না। পরবর্তী বৈঠক ৯ ডিসেম্বর হবে। আশা প্রকাশ করা যায় সরকার এই নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করবে। এদিন বৈঠক চলাকালীন কৃষক নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে, বিক্ষোভ দেখানোর জন্য আগামী এক বছরের জন্য রসদ রয়েছে। সরকার যদি চায় আমরা রাস্তায় থেকে বিক্ষোভ দেখাই তবে তাই হবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। হিংসার পথ কোনভাবেই কৃষক নেতারা নেবে না। আইবি তরফ থেকে প্রশাসনকে অবগত করানও হবে কৃষকরা কি কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্যামেরা দুবার ব্যবহৃত হবে। তাতে আরতি এবং পূজা সরাসরি ওয়েবসাইটে সম্প্রচারিত হবে। তিনি জানান, প্রতিদিন ভোর চারটা থেকে পাঁচটা এবং সকাল ১১টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত মন্দিরে আরতি এবং পূজা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

তিনি আরও জানান, বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে এখন অন্নভোগ, বলি অনলাইনে বুকিং করা যাবে। এছাড়া থাকার মতো জায়গার তথ্যও ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তাঁর কথায়, ধর্মস্থান কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনেক সুযোগ নিয়ে আসে। সারা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট, তিরুপতি বালাজি মন্দির কিংবা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরকে ঘিরে পান দোকান থেকে শুরু করে পাঁচ তারা হোটেলেএ প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাই তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় আগামীদিনে এভাবেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পৃথক জায়গায়

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে চলেছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট থানার নতুন বাজার এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে একটি অলটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ওই তিন জন আহত হন। আহতদের মধ্যে অলটো গাড়ির চালক রয়েছে। দুর্ঘটনায় গাড়িটিও দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছেন চালকসহ যাত্রা।দ্রুতবেগে চালানোর ফলে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। কুমারঘাট থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধলাই জেলার আমবাসা বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি পাথর বোঝাই লরি উল্টে গেছে। তাতে অবশ্য প্রাণহানির কোন খবর নেই। গভীর রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটায় কোন পথচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। লরি চালকও অক্ষত রয়েছে বলে জানা গেছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছে।

করোনা-টেস্ট

আটের পাতার পর

ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৪,৫৮,৮৫,৫১২-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.৫৭-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ ডিসেম্বর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৫৭,৭৬৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৪, ৫৮,৮৫,৫১২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দ্রুত কমছে ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.২৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৩৯,৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১২ জনের।

বিভিন্ন স্থানে গাঁজা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বিশালগড় এবং খোয়াই মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা।বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকার ৩০কার্ড এবং কৈয়াঢেপা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ , টি এস আর এবং বিএসএফ জওয়ানরা বেশকিছু গাজার বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানদের নিয়ে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানে বের হয়।পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে দুটি এলাকা থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার গাজার চারা ধ্বংস করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে খোয়াই থানা এলাকার বেলফাঙ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আড়াই হাজার গাজার চারা ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ।ধ্বংস করে দেওয়া গাজা চারার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু আসাম রাইফেলস জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক আসাম রাইফেলস জওয়ানের। মৃত আসাম রাইফেলস জোয়ানের নাম সাজ্জাদ আলী। বাড়ি গোমতী জেলার উদয়পুরের শিলঘাটি এলাকায়। আসাম রাইফেলস এর রিজওয়ান শিলং আসাম রাইফেলস এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিল। কর্তব্যরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয় সাজ্জাদ আলী নামে আসাম রাইফেলস এর জোয়ান। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শেষ রক্ষা করা যায়নি। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মৃতদেহটি শিলং হেডকোয়ার্টার থেকে উদয়পুরে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ।কফিনবন্দি মৃতদেহটি উদয়পুরের শিলঘাটি এলাকায় নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। গান ছেলেটি তাকে শেষ বিদায় জানান সহকর্মীরা। শিলঘাটি এলাকাতেই তার মরদেহ কবরস্থ করা হয়।

রীতি নেই

● প্রথম পাতার পর

মিলেই সংগঠন ও রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সরকার প্রতিষ্ঠায় কোনও চমৎকার নয়। তাই, কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় তার উপায় বের করতে হবে।

ত্রিপুরাবাসী প্রথমবারের মতো মানুষের সরকার পেয়েছে। পূর্বতন সরকার ছিল পার্টির সরকার। সরকার মানে পার্টি অফিস ছিল। বর্তমান সরকার মানে মহাকরণ, পঞ্চায়েত মানে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার আগরতলায় বিজেপির নতুন দ্বায়ীত্বপ্রাপ্ত প্রভারী বিনোদ কুমার সোনকারকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাগুলি বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভাষণের সিংহভাগই ছিল বিজেপি জোট সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রচার। রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিক দিকগুলি নিয়ে ততটা খোলামেলা আলোচনা করেননি। যদিও এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত পার্টির মন্ত্রী, বিধায়ক, বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার প্রধান এবং মন্ডল ও রাজ্যস্তরের নেতৃত্বের।

তবে, এদিন শ্রী দেব বলেন, ত্রিপুরার নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রভারী বিনোদ কুমার সোনাকরারের দক্ষতায় দল এখানে আরও বেশী শক্তি পাবে এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে দলকে আরো বেশী মজবুত করে তুলবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন সরকার ২৩ হাজার ১টি চাকরী দিতে পারেনি। বিজেপি জোট সরকার এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় জনগণের সরকার এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কর্মসূচীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন, এরাজ্যে সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদানে কিংবা সুবিধভোগী চয়নে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয় না। তিনি আশা করেন, আগামীদিনে এরাজ্যের মানুষ আরও বেশী স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন।

যাদবপুরে

● প্রথম পাতার পর

আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাঙালি হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব সহকারে সরব হওয়া সকলের বাঞ্ছনীয়। এছাড়া এমএমডিসি যুব নেতা সাবির আলি মল্লিক, সভাপতি রাজু ঘোষ, মানব অধিকার সংগঠনের নেত্রী রত্না রাজবংশী, আমরা বাঙালি-র নেতা শুভজিৎ পাল, মোহন অধিকারী, বাঙালি মহিলা সমাজের নেত্রী গোপা শীল, বঙ্গভাষী মহাসভার নেতা সুবোধ ঠিকাদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন কলকাতা উচ্চ আদালতের আইনজীবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

ভিজ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পাশাপাশি হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব ৬৭ বছর বয়সী অনিল ভিজের কাঁধে রয়েছে। করোনা-মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবেন তিনি।

অভিযান

আটের পাতার পর

তরফ থেকে মাইক যুগে বাজারে বাজারে প্রচার করা হয় ।অন্যদিকে বাজারে বাজারে গিয়ে লিফলেট ও ফরম তুলে দেওয়া হয় । আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে জানান মহাকুমা প্রহসনের অফিস সূত্রে ।

স্টেশন ইনচাজ

আটের পাতার পর

মুহূর্তে পরপর দুটি এক্সিডেন্ট অথবা ফায়ার কল আসলে দুটি জায়গায় যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে ।কারণ বর্তমানে ফায়ার স্টেশনের একটি মাত্র গাড়ি রয়েছে ।আর ফায়ার কলের যে বড় গাড়িটি রয়েছে সেটি দিয়ে কুর্তি কদমতলা ও বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামাঞ্চলের রাস্তা দিয়ে যাওয়াটা দুষ্কার্য ।উনি বলেন যেকোনো সময় অত্র এলাকায় বড়ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে গাড়ির জন্য তা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হবে প্রেমতলা ফায়ার স্টেশন ।তাছাড়া আরেকটি ফায়ার কলের গাড়ি ও ফায়ারম্যানেরও দাবি জানান স্টেশন ইনচার্জ কৌষিক কর।

এদিকে স্থানীয় দুই বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের অভিযোগ,শুধু ফায়ার কলের জন্য ব্যবহৃত বড় একটি গাড়ি দিয়ে দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা বর্তমানে সমস্ত কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন ।সীমান্ত ঘেষা দুটি বিধানসভার এত মানুষের বসবাস থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিস্তীর্ণ এলাকার ফায়ার স্টেশনে দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা একটিমাত্র গাড়ি দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন ।স্থানীয়রা আরো অভিযোগ করে বলেন, দমকল দপ্তরের বামমার্গীয় এক আধিকারিক প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি অফিসের কাজের নাম করে উনার ব্যক্তিগত কাজে নিয়ে যান। অনুরুপ বিগত ২৯ নভেম্বর প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি নিয়ে গিয়ে কমলপুর এলাকায় এক্সিডেন্ট করেছেন। তাছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একটিমাত্র ফায়ার স্টেশন আর সেই স্টেশনে দুটিমাত্র গাড়ি রয়েছে, সেখান থেকে কিভাবে আইসিডিএফও প্রতিনিয়ত ছোট গাড়ি নিয়ে যান তা নিয়েও স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন। তবে স্থানীয়দের দাবি প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ কৌশিক করের খামখেয়ালিপনার সুযোগ নিয়ে আইসিডিএফও উনার মর্জিমাফিক প্রেমতলা ফায়ার স্টেশন থেকে সরকারি কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি উনার ব্যক্তিগত কাজে নিয়ে যাচ্ছেন। আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারন জনগনকে ।সুতরাং স্থানীয়দের জোরালো দাবি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের উর্দতন আধিকারিক এর বিহিত ব্যাবস্থা করুক অন্যথায় আগামী দিনে দুটি বিধানসভার স্থানীয় জনগণ বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন।

অঙ্গন

মেসি চলে গেলেই ভালো হতো বার্সেলোনার

বার্সেলোনায় আগুন আগেই জ্বলছিল, তাতে শুধু পেট্রল, অকটেন কিংবা ডিজেল ঢালার কাজটা করেছেন কার্লেস তুসকেতস। জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ সভাপতির পদ থেকে সরে আসার পর আপৎকালীন দায়িত্বটা পেয়েছেন তুসকেতস। আগামী ২৪ জানুয়ারি নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বার্সেলোনাকে সামলানোর দায়িত্ব তাঁর। কাজটা যে তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন, সেটা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন এই কর্মকর্তা। বলে বসেছেন, গত দলবদলে লিওনেল মেসিকে বিক্রি করে দেওয়া উচিত ছিল তাঁর ক্লাবের এমনিতেই বার্সেলোনায় মন বসছে না মেসির, তাই দল ছাড়তে চেয়েছিলেন। গত কয়েক ম্যাচে দারুণ ফুটবল উপহার দেওয়ার পর কোচ রোনাল্ড কোমান আশা করছিলেন, এবার যদি মত বদলান মেসি। যদি মনে হয়, এ দল নিয়েই ইউরোপ জেতা সম্ভব, তাহলে থেকেও যেতে পারেন ক্লাবের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু ক্লাব সভাপতির এমন বেমক্কা মন্তব্য ঝামেলা পাকিয়ে দিচ্ছে আবার। কোচ কোমান তাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন ক্লাবের ভেতর থেকে এমন কথা বললে সেটা কারও জন্যই সুখকর নয়। কিন্তু

এখনো পিছু হটছেন না তুসকেতস। তাঁর দাবি, উনি শুধু অঙ্ক কষে দেখেছেন মেসি চলে গেলেই ভালো হতো বার্সেলোনার।

গত পরশু স্প্যানিশ রেডিও ‘আরএসি’কে তুসকেতস বলেছেন, ‘অর্থনৈতিকভাবে দেখলে, গত মৌসুম শেষেই আমি মেসিকে বিক্রি করে দিতাম। এর সুবাদে যে অর্থ পাওয়া যেত (দলবদল অঙ্ক) এবং যেটা বেঁচে যেত (মেসির বেতন), বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই কাম্য।’ তুসকেতস এটাও বলেছেন যে বার্সেলোনার আর্থিক পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গেছে যে জানুয়ারি মাসের বেতনও দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই খেলোয়াড়দের পরে বেতন ও বোনাস নিতে বলা হয়েছে। বার্সেলোনার অবস্থা কতটা করুণ, সেটা বোঝাতে আরও একটা কথা বলেছেন তুসকেতস। ন্যু ক্যাম্পের ছাদের এক অংশ নাকি খুলে পড়ছে এবং শিগগিরই সেটা মেরামত করা দরকার!

ক্লাবের আর্থিক দিকটা দেখেন তুসকেতস। করোনাভাইরাসের আগেই ক্লাবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না বার্সেলোনার। আগের সভাপতি ও বোর্ডকে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন বলেও জানিয়েছেন তুসকেতস। এ কারণেই মেসিকে জোর করে ক্লাবে রেখে দেওয়াটা আর্থিক দিক থেকে কতটা ভুল, সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আপৎকালীন সভাপতি।

কিন্তু কোমান তো আর মাঠের বাইরের দিক নিয়ে ভাবতে চাইবেন না। তাঁর মাথায় সব চিন্তা মাঠ ঘিরে। আর মাঠে উৎফুল্ল মেসিকেই চাইবেন।

নতুন করে মেসির চলে যাওয়াই ভালো ছিল, এমন কথাবার্তার আবির্ভাব তাই ভালোভাবে নিচ্ছেন না কোমান।

আজ কাদিজের মাঠে খেলতে নামবে বার্সেলোনা। এ ম্যাচের আগে ম্যাচের চেয়েও মেসি ও তুসকেতসের মন্তব্য নিয়ে বেশি কথা বলতে হয়েছে কোমানকে। ডাচ কোচ নিজের ক্ষোভ জানিয়েছেন সরাসরি, ‘আমরা সবাই লিওর অবস্থা জানি। কেউ যদি নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারে, সেটা লিও নিজে। ক্লাবের বাইরে থাকা মন্তব্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু যখন মনের শান্তি দরকার, তখন ক্লাবের ভেতরের মন্তব্য আমাদের অসুবিধায় ফেলছে। ক্লাবের বাইরের কথাবার্তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না কিন্তু ভেতরের কথাবার্তার বিষয়টা তো ভিন্ন।’

ক্লাবের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এভাবে বাইরে বলে বসাটা যে ভুল হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছেন তুসকেতসও। কারণ, কোনো খেলোয়াড় বিক্রি না করে কাউকে কেনা যাবে না, এটা জানিয়ে দিয়ে দলবদলের বাজারে বার্সেলোনার হাত দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। তুসকেতসের দাবি দলে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর, শুধু আর্থিক বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাতালুনিয়া রেডিওতে বলেছেন, ‘আমি বলিনি যে আমি হলে মেসিকে বিক্রি করতাম। আমি বলেছি, আর্থিক দিক থেকে তাঁর চলে যাওয়া ক্লাবের জন্য ভালো হতো। আমাদের জন্য ভালো হতো, কারণ, বিশ্বে তাঁর বেতন সবচেয়ে বেশি। এর চেয়ে বড় সত্য তো আর নেই। কিন্তু আমি কেউ না। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন, ম্যানেজিং বোর্ড এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।’কোমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি তুসকেতস। তবে এখনো মেসির ক্লাব ছাড়া ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন না, ‘দরকার হলে আমি কোমানকে বলব, সে আমার কথা ভুল বুঝেছে। আমি শুধু অঙ্কের কথা বলেছি। মেসির জন্য যে খরচ (বেতন ও বোনাস) হয়, সেটা তুলে আনেন। কিন্তু বার্সেলোনা তো শুধু একজনের ওপর নির্ভরশীল নয়।’

বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ লড়াইয়ের মান পড়ে গেছে

ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ দ্বৈরথ মানেই যেন ধ্রুপদি ম্যাচ। যে ম্যাচ ঘিরে সব সময়ই অন্য রকম একটা আবেদন রয়েছে ফুটবল বিশ্বে। কিন্তু সেই রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার লড়াইটা নাকি এখন আর মানুষকে আকর্ষণ করে না! বায়ার্ন মিউনিখের প্রধান নির্বাহী কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে মনে করেন রিয়াল-বার্সার লড়াইয়ের চেয়ে বুন্দেসলিগার ম্যাচ দেখা অনেক ভালো। বিশেষ করে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড আর বায়ার্ন মিউনিখের লড়াইটাকেই বরং বেশি ভালো লাগে রুমিনিগের।

ডর্টমুন্ড ও বায়ার্ন মিউনিখের লড়াইটাও ধ্রুপদি ম্যাচ। বায়ার্ন অবশ্য ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে। শেষ দুই ম্যাচেই মীমাংসা হয়েছে ৩-২ গোলে। ডর্টমুন্ডের সর্বশেষ জয় প্রায় দেড় বছর আগে। তবু এ ম্যাচগুলোই রুমিনিগের চোখে স্প্যানিশ এল ক্লাসিকোর চেয়েও দারুণ। রুমিনিগে রিয়াল-বার্সার ম্যাচের সঙ্গে নিজেদের লড়াইয়ের

তুলনা করতে গিয়ে বলেন, ‘এটা সত্যিকার অর্থেই একটা ক্লাসিক ম্যাচ হয়ে ওঠে। যখন বার্সা ও রিয়াল পরস্পরের সঙ্গে স্প্যানিশ ক্লাসিকো খেলে তখন আমরা একটু বেশিই ঈর্ষান্বিত হয়ে স্পেনের দিকে তাকাই। কিন্তু আমি মনে করি, ডর্টমুন্ড-বায়ার্ন এমনিতেই ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়ে গেছে। আমরা সম্প্রতি যে ম্যাচ দেখেছি, সেটা ছিল অসাধারণ ম্যাচ। এটার স্কোর ছিল ৩-২। কিন্তু এটা ৫-৪ ও হতে পারত। এটা ছিল অসাধারণ খেলা। এবং শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, মানের দিক দিয়ে রিয়াল ও বার্সার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না এটার। তাই আপনি বলতেই পারেন, এই মুহূর্তে বুন্দেসলিগার সংস্করণ সবার চেয়ে ওপরে আছে।’ বায়ার্ন ও ডর্টমুন্ড গত কয়েক বছরে দল গড়ার ক্ষেত্রে যেসব ফুটবলার নিয়েছে, সেটাও সব মহলে বেশ প্রশংসা পেয়েছে। হান্সি ফ্লিক ২০১৯-২০ মৌসুমে বেশ দাপটের সঙ্গেই খেলিয়েছে বায়ার্নকে। সে দলকে আরও ভালো খেলানো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল।কিন্তু লিরয় সানের মতো খেলোয়াড়কে দলে টেনে আরও শক্তিশালী হয়েছে হয়েছে বায়ার্ন, ‘এই সময়ে যখন অর্থকড়ির টানাটানি চলছে, তারপরও আমরা একটা ভালো দলবদল করেছি। কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা থিয়াগোর মতো গুরুত্বপূর্ণ এক ফুটবলারকে হারিয়েছি। কিন্তু এটা ওর ইচ্ছাতেই হয়েছে। কেউ যেতে চাইলে তাকে বিদায় বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। বলতেই হবে। আমরা লিরয় সেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে পেয়েছি। কিন্তু কোচ ধারে খেলা ফুটবলারদের (ফিলিপ কুতিনিও ও ইভান পেরিসিচের চলে যাওয়া) ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা চিন্তা করলাম ডগলাস কস্তা ও নিরয়কে দিয়ে আমরা এমন দুজন পাচ্ছি যে মানটা আমাদের দরকার।’

জিদানকে স্বস্তি এনে দিল রিয়াল মাদ্রিদ

মহাগুরুত্বপূর্ণ এক সপ্তাহ রিয়াল মাদ্রিদের জন্য। আট দিনে তিনটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। লিগে সেভিয়া ও আতলেতিকোর বিপক্ষে খেলা। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে শেষ ষোলোয় যাওয়ার পরীক্ষা। তিন ম্যাচেই জয় ছাড়া গতি নেই রিয়ালের। অন্য কোনো ফল মানেই বিদায় নিতে হবে জিনেদিন জিদানকে। প্রিয় কোচকে আপাতত বিদায় দিতে রাজি নন রিয়াল খেলোয়াড়েরা। সেভিয়ার মাঠ থেকে আজ ১-০ গোলে জিতে এসেছে রিয়াল।

ম্যাচের প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুই গোল পেতে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম মিনিটেই দারুণ গতিতে বক্সে ঢুকে পড়া ভিনিসিয়ুসের শট গোলের সামনে দিয়ে চলে যায়। পঞ্চম মিনিটে ওই ভিনিসিয়ুসের প্রেসের সামনে বোকামি করে বসেন সেভিয়া গোলরক্ষক বোনো। বল মেরে বসেন ভিনিসিয়ুসের পায়ে। সে বল অনেক উঁচুতে উঠে গোলের সামনে পড়েছিল। কিন্তু বেনজেমাকে হেড নিতে দেননি ডিফেন্ডার কার্লোস। সেবারের জন্য রক্ষা পায় স্বাগতিক দল।

প্রথমার্ধের পুরোটাই এ ছন্দেই এগিয়েছে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল রিয়াল। তবু তাদের বড় পরীক্ষা নিতে পারেনি সেভিয়া। উল্টো রিয়ালই পেয়েছে গোলের সুবর্ণ সব সুযোগ। ২১ মিনিটে ক্রুসের বাঁকানো শট একটুর জন্য জালে যায়নি। ৩৮ মিনিটে রদ্রিগোর পাস থেকে দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন করিম বেনজেমাও। ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকারের বাঁকানো শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দিয়েছেন বোনো।দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য নিজেদের ফিরে পেয়েছে সেভিয়া। প্রথমার্ধে কোর্তোয়াকে কোনো পরীক্ষা দিতে হয়নি। প্রথম ১০ মিনিটেই দুবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলেছিল তাদের। ৫২ মিনিটে বাইসাইকেল কিকে একটা চেষ্টা করেছিলেন লুক ডি ইয়ং। তবে কোর্তোয়া বরাবর যাওয়ায় তাতে সমস্যা হয়নি রিয়ালের।৫৪ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের এগিয়ে যাওয়াটা ছিল বেশ বিস্ময়কর। দারুণ এক প্রতি—আক্রমণে উঠেছিল রিয়াল। ফারলাঁ মেন্দি ক্রস করেছিলেন ডি-বক্সে। ভিনিসিয়ুস অনেক দূরে থাকায় সেভিয়া গোলরক্ষক নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। কিন্তু দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা ভিনিসিয়ুসের পায়ের ছোঁয়া লেগে যায় বলে। তাতে বলের গোলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গতি পরিবর্তিত বল ঠিকভাবে দখলে নিতে পারেননি বোনো। আর সেটা তাঁর গায়ে লেগে ঢুকে যায় জালে।এরপর একসঙ্গে তিনজন খেলোয়াড় বদলান সেভিয়া কোচ হুলেন লোপেতেগি। এর মধ্যে সুসোর বদলিটা রিয়ালকে বিপাকে ফেলেছিল। ডান প্রান্ত দিয়ে ত্রাস ছড়াচ্ছিলেন বাঁ পায়ের এই উইঙ্গার। কিন্তু তাঁর পাসগুলো কাজে লাগাতে পারেনি সেভিয়ার ফরোয়ার্ডরা। নিজেও বেশ কয়েকবার শট নিয়েছিলেন সুযোগ। কিন্তু সেগুলো লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছিল না।৮৬ মিনিটে ওকাম্পোসের আরেকটি বাইসাইকেল কিকে ম্যাচে সমতা ফিরে এসেছে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু দুর্দান্ত সে শট ঠেকাতে এর চেয়েও দুর্দান্ত এক সেভের জন্ম দিলেন কোর্তোয়া। প্রতি—আক্রমণে উঠে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন বেনজেমা। কিন্তু বক্সে পাস দেওয়ার কাউকে খুঁজে পাননি এই ফরোয়ার্ড। আসেনসিও এসে পৌঁছানোর আগেই বক্সে ভিড় জমিয়ে ফেলেন সেভিয়ার খেলোয়াড়েরা। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটেও এমন এক আক্রমণে সঠিক খেলোয়াড়কে পাস দিতে পারেননি ভিনিসিয়ুস ও বেনজেমা।

সেই সবুজই হঠাৎ মরণফাঁদ

উইকেট দেখলেই দুই দলের ব্যাটিং-সামর্থ্যের পরিচয় বোঝা যায়। সেডন পার্কের বাইশ গজ যেন গোচারণভূমি! পুরোটাই সবুজ ঘাসে ভরপুর। সবুজ মাঠ আর উইকেট আলাদা করাই দুঃসাধ্য। তবে যতটা ভাবা হয়েছিল, তেমন আচরণ করেনি উইকেট। ব্যাটিং যে খুব কঠিন ছিল অন্তত নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস দেখে তা বোঝা যায়নি। ৭ উইকেটে ৫১৯ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু তারপর? ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেখে মনে হবে, এমন উইকেটে খেলা যায়?নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে একাই ২৫১ রান করেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। কাল দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ টেনেটুনে দুই ইনিংস মিলিয়ে উইলিয়ামসনের রান টপকে যেতে পেরেছে। প্রথম ইনিংসে ১৩৮ রানে অলআউট হয়ে ফলোঅনে পড়ে সফরকারী দল। ফলোঅনে নেমেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ৬ উইকেটে ১৯৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে তারা।

হাতে ৪ উইকেট রেখে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ১৮৫ রানে পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অলৌকিক কিছু না ঘটলে কাল ইনিংস ব্যবধানে হারই যে জেসন হোল্ডারদের নিয়তি, সে কথা না বললেও হয়। কাল বিনা উইকেটে ৪৯ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল ক্যারিবীয়রা। আজ দুই ইনিংস মিলিয়ে তাদের ১৫ উইকেটের পতন দেখেছে হ্যামিল্টন টেস্ট। প্রথম ইনিংসে শেন ডরউইচ আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন। ব্যাটিংয়ে নামেননি। তবে ম্যাচটা হয়তো আজই শেষ হয়ে যেত, যদি সপ্তম উইকেটে ১০৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি না গড়তেন জার্মেইন ব্ল্যাকউড ও আটে নামা পেসার আলজারি জোসেফ। ব্ল্যাকউড (৮০*) তবু ব্যাটিং পারেন কিন্তু আলজারির কাছ থেকে ৫৯* রানের ইনিংস দেখা মোটামুটি অবিশ্বাস্যই।প্রথম ইনিংসে কিউই পেসারদের কাছে পাত্তা পায়নি ক্যারিবীয়রা। ৯ উইকেট ভাগ করে নেন টিম সাউদি (৪/৩৫), কাইল জেমিসন (২/২৫), নিল ওয়াগনার (২/৩৩) ও ট্রেন্ট বোল্ট (১/৩০)।

সন্ধ্যান চাই

Ref. Baikhora P.S. GDE No. 09 Dated 25/11/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি পিংকু দলই বৈদ্য যাব আনুমানিক বয়স ৩৮ বৎসর, স্বামী - শ্রী অমল বৈদ্য, সাং-স্বদেশ নগর, থানা- বাইখোড়া, জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৫ফুট ৫ ইঞ্চ, গায়ের রক্ষ - শ্যামলা, চুল- কালো, পরাছিল শাড়ী, সাথে তাহার মেয়ে যার নাম মন্টিসা বৈদ্য, পিতা- অমল বৈদ্য, বয়স ১৩ বৎসর, উচ্চতা- ৪ ফুট, গায়ের রাং - শ্যামলা, চুল - কালো, পরাছল সাদা রং এর জামা। গত ২২-১১-২০২০ (ইং) ভোরবেলা প্রায় ৪ ঘটিকায় বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে ও তাহার মেয়েকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলা ও তাহার মেয়ের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোনঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
৩) বাইখোড়া থানা - ৭০৮৫৮৭৮৮৮৫

ICA/D-1013/2020-21

Superintedndent of Police
South Tripura District

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA 407	TR01-U-1925	Engine No: - 497SP67GXY6458 31 & Chassis No: - MAT455029C8G2 6955	21.11.2020 at 04:20 AM	Sri Pranab Chandra Sarkar, Fr, A/o FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Offl-ter(Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the dote of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seize shall be taken ex-parte. Issued under my seal and signature of this day on 01-12-2020

ICA/D-1015/2020-21

(S.Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:20/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21 DATED, 24-11-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 14-12-2020 for the following works:- 1) Mtc. Of Road from Rabindra Reang para road to Mahadev Mandir Via chandramohan Chowdhury para Model S.B. School & widening of road from NHO8 to Old RCC Br Age via 7antirbazar Motorstand during the year 2020-2021 /S:H:- WBM-III, soling ,Carpeting & seal coat. Estimated Cost:- Rs. 24,11,779.00 2) Mtc. Of road from Garo Colony Bazar to NHO8 (Hathat Bazar) via Jagannath Para (L-2.40 k.m) Repairs to road by metalling, carpeting, flat brick soling, road side drain etc. portion from Ch. 0.00 k.m to 0.680 k.m. Estimated Cost:- Rs. 24,23,033.00 3) Mtc. of road from A-B road to PMGSY road (L0.30+31) via Raiya Bari (L-2.30KM)/SH:- Partial WBM, Patch repair and re-carpeting etc. in different stretches during the year 2020-21. (2nd Call) Estimated Cost:- Rs. 15,86,682.00 4) Mtc. Of road from Old NH-44 to Nagdha bazar to Sen Para AWC during the year 2020- 21/ SH:-Widening, WBM, Carpeting, Re-Carpeting and side Drain etc. ch: (0.00 to 0.750K.M =L 0.75 K.M) Gr-I. Estimated Cost:- Rs. 24,03,577.00

ICA/C-2339/2020-21

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 22/EE(AGRI)/S/2020-21, dated , 02/12/2020

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invites Percentage Rate e-Tenders from the eligible bidders in 2(Two) Bid System Up to 21/12/2020 at 4:00 PM for the following work:

Sl. No.	e-D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening
1.	33/CE/AGRI/EE (SOUTH)/2020-21	Rs.1,97,99,803/-	Rs.1,97,998/-	Up to 21/ 12/2020 at 4:00 P.M.	On 22/12/2020 at 11:00 AM (if possible)

For details, please visit website www.Lripuratenders.gov.in and contact 03821-222486.

ICA/C-2332/2020-21

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South),
Department of Agriculture &
Farmers Welfare, Udaipur, Gomati.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারতে ৯৬-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩৯,৭০০

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড জয়ী এখন ৯০ লক্ষেরও বেশি। সুস্থতার সামগ্রিক হার এখন ৯৪.২৮ শতাংশে পৌঁছেছে। মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৯৬.০৮-লক্ষ। ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েক দিনের মতোই চল্লিশ হাজারের নীচে রয়েছে। তবে, সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬,৬৫২ জন।

৫১২ বেড়ে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৯,৭০০ জন। ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬ লক্ষ ০৮ হাজার ২২১-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪২,৫৩৩ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯০,৫৮,৮২২ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ০৯ হাজার ৬৮৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬, ৩৯৩ জন।

দেশের প্রত্যেককে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া উচিত নবাব মালিক

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ''ভারতে তিনটি পৃথক প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে। খুব শীঘ্রই টিকাকরণ শুরু হয়ে যাবে।'' শুক্রবার সর্বদল বৈঠকে এ কথা জানিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে ছিলেন, করোনা-টিকার দাম নিয়েও কথা চলছে। কিন্তু, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা নবাব মালিক চাইছেন, দেশের প্রতিটি নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া উচিত। শনিবার নবাব মালিক জানিয়েছেন, ''সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং এখন তাঁরা বলছেন রাজ্য ও কেন্দ্র টিকার দাম ঠিক করবে, এটা কীভাবে সম্ভব? বিহারে তাঁরা বলেছেন, ভ্যাকসিন পুরোপুরি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। আমরা চাইছি দেশের প্রতিটি নাগরিককে যেন বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হয়।''

উল্লেখ্য, শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে প্রতিষেধকের মূল্য নির্ধারণ হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কথা শুরু হয়েছে। টিকাকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী-সহ সামনে থেকে যাঁরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব মানুষ এবং কোভিড পজিটিভ বয়স্ক মানুষ যাঁদের গুরুতর কোমর্বিডিটিও রয়েছে, তাঁদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সক্রিয় রোগী ৪.২৬ শতাংশ, ভারতে ১৪.৫৮ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৪.৫৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৪.২৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য সফরে এলেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রভারি, বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যার্থনা

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রভারি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার ত্রিপুরায় এলেন বিনোদ সোনকর। আজ শনিবার সকালে বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। পরে এক সুবিশাল বাইক মিছিল করে তাঁকে রাজ্য অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রামপদ জমাতিয়া, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় এবং প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত।

বিজেপি প্রভারির রাজ্য সফরে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। আজ তিনি আগরতলায় এসেই মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য উদয়পুর ছুটে গেছেন। সেখানে মণ্ডল কার্যকর্তার বাড়িতে তিনি দুপুরের আহার সারবেন। এর পর আগরতলায় ফিরে এসে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বিনোদ। ওই অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ কমিটির সদস্য, বরিষ্ঠ নেতা, মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ, জেলা কার্যকর্তা, মণ্ডল সভাপতি ও সম্পাদকগণ, জেলা পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পুর নিগমের কাউন্সিলরগণ সহ অন্যরা এবং বিভিন্ন মোর্চার পদাধিকারীরা উপস্থিত থাকবেন।

এদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রদেশ কমিটির বিভিন্ন পদাধিকারীদের সাথে বৈঠক করবেন। এর পরই তিনি বিভিন্ন মোর্চার পদাধিকারীদের সাথে বৈঠক সারবেন। রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নৈশভোজে মিলিত হয়ে ত্রিপুরার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন সোনকর। তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে অধিকাংশ সময় নির্ধারিত রয়েছে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি এবং সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদকের সাথে বৈঠকের জন্য। আগামীকালই তিনি বিকেলের বিমানে দিল্লি উড়ে যাবেন।

উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর এর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাকরিচ্যুত এক শিক্ষককে মারধর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। বাড়িতে ঢুকে বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে তারা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে পানিসাগর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। জানা গেছে দুস্কৃতিকারীরা শাসক দল বিজেপির অনুগামী।দুস্কৃতিকারীরা চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের বাড়ীতে হামলা ভাঙচুর চালিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সে যেন ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এ ধরনের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের কর্মকর্তারাও শনিবার তার বাড়িতে ছুটে যান। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য একদিকে যখন চাকরি হারিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষক জীবন-জীবিকা নিয়ে এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন ঠিক সে সময়ে তার বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা এবং বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুঁশিয়ারি খুবই উদ্বেগজনক বিষয়।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলেও অভিযোগ মিলেছে।এ ধরনের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা পোষন করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা সুন্দরী টেম্পল ট্রাস্টের পোর্টালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-নিজস্ব।

হৃদয়বান যুবকের আর্থিক সাহায্যে ঘড় বানিয়েছে অসহায় চৌকিনা ও তার বিকলাঙ্গ স্বামী সহিদ মিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর।। চড়িলাম এর আড়ালিয়া গ্রামের জামতলা এলাকার বাসিন্দা সহিদ মিয়া। একেবারেই অসহায় ও গরীব। সহিদ মিয়া বিকলাঙ্গ। বয়স ষাট। চৌকিনা খাতুন কে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছেন। ছোট একটি মাটির ঘরে বসবাস করতেন। ঘরটি জীর্ণশীর্ণ। ঘরের চাল দিয়ে বৃষ্টি হলে জল পড়ে।ঘরের মধ্যে বসে ঘরের চাল দিয়ে আকাশ দেখা যায়। কোন রকমে ঘরের এক কোণে বসবাস করতেন স্বামী-স্ত্রী। অন্তর্দয় পরিবার। শহীদ বিকলাঙ্গ ভাতা পায়নি। সহীদের স্ত্রী চৌকিনা খাতুন ইট ভেঙে বনের লাকড়ি বিক্রি করে এবং রেগার কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। সহিদ মিয়া বিকলাঙ্গ। একটি পা নেই। তাই সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে এবং বেশিরভাগ সময় বিছানায় শয্যাশায়ী থাকে। এহেন অবস্থায় চৌকিনা খাতুনকে সংসারের হাল ধরতে হয়। বসতঘরটি অবস্থা বড় বেহাল ছিল। মাটির কৌটা। বড় বড় ফাটল ধরেছিল। যেকোনো সময় ঘরটি ভেঙ্গে পড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। পাশে একটি রান্না ঘর ছিল। বৃষ্টি তুফান হলে মাটির ঘর টি ভেঙ্গে যাবার আশংকায় সহিদ এবং চৌকিনা রান্নাঘরটি তে আশ্রয় নিত।সংবাদ মাধ্যমকে শহীদ এবং চোকিনার অসহায়ত্বের করুন কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল।এই খবর দেখে এক হৃদয় বান যুবক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওই হৃদয় বান যুবক তার নাম প্রকাশ করেননি। ওই হৃদয়বান যুবকের পাঠানো টাকা দিয়ে শহীদ এবং চৌকিনা ঘর তৈরি করেছেন। ভীষণ খুশি সহিদ মিয়া এবং তার স্ত্রী চৌকিনা খাতুন। ঘর তৈরি করে কথা বলার সময় কেঁদে ফেলেন অসহায় চৌকিনা খাতুন। আল্লাহর নিকট দুই হাত তুলে ঐ যুবকের জন্য দোয়া করেছেন চৌকিনা খাতুন। চৌকিনা বলেন তার স্বামীর দুটি পা ছিল। দুই ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে নেশাখোর এক ছেলের দায়ের কোপে সহিদ মিয়ার একটি পা চলে যায়। যার ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন শহিদ মিয়া। এরপর থেকেই সংসারে অভাব শুরু হয়। সংবাদমাধ্যমের খবরের জেরে হৃদয়বান যুবকের অর্থনৈতিক সাহায্যে ঘর তৈরি করেছেন। এই খবর দেখেই দুবাই তে কর্মরত চৌকিনা খাতুন এর এক আত্মীয় ও নাকি টাকা পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চৌকিনা খাতুন।

প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়ি সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন স্টেশন ইনচাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর।। অবশেষে সংবাদের শিরোনাম দখল করা প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়ি সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন স্টেশন ইনচার্জ। অকপটে স্বীকার করলেন ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি কমলপুর গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে ফায়ার কলের বড় একটি গাড়ি দিয়ে স্টেশনটি চলছে। যেকোনো সময় অত্র এলাকায় বড়ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে গাড়ির জন্য তা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হবে প্রেমতলা ফায়ার স্টেশন। দাবি করেন আরও ফায়ারম্যান ও আরেকটি ফায়ার ট্যাংকার গাড়ির।

উত্তর জেলার কুর্তি কদমতলা ও বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে ছোট বড় বেশ কয়েকটি গ্রাম ও বাজার নিয়ে রয়েছে একটি মাত্র ফায়ার স্টেশন। সেটি হলো প্রেমতলা ফায়ার স্টেশন। এই ফায়ার স্টেশনে যেমন রয়েছে গাড়ির সমস্যা তেমনি রয়েছে ফায়ারম্যানের স্বল্পতা। বিগত বাম জমানা থেকে এই ফায়ার স্টেশনটি চরম অরাজকতার ধুঁকছে,যা বর্তমানে বিদ্যমান। রাজ্যে পালাবদলের পরও কিছু বাম মার্গীয় দমকল দপ্তরের অফিসারদের জন্য প্রেমতলা ফায়ার স্টেশন একপ্রকার ভুতের বাংলায় পরিণত হয়েছে।তাদের মর্জি মাফিক চলছে প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনটি।আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে দুটি বিধানসভার স্থানীয় জনগণকে। মূলত দমকল দপ্তরের কাজ আগুন লাগা, পথ দুর্ঘটনা অথবা আপৎকালীন জরুরী পরিষেবা দেবার জন্য।সেই অর্থে প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনে ফায়ার কলের জন্য বড় একটি গাড়ি এবং পথদুর্ঘটনায় জন্য ছোট একটি গাড়ি রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতিকালে মাসের অধিকাংশ সময়েই পথদুর্ঘটনায় জন্য ব্যবহৃত ছোট গাড়িটি প্রেমতলা দমকল অফিসে দেখা যায় না।আর তাতে পথদুর্ঘটনা সংঘটিত হলে খেসারত দিতে হয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত আহত ব্যক্তি ও নিচু স্তরের ফায়ার কর্মীদের।গত ২৯ নভেম্বর প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি আইসিডিএফও কুন্তল দেববর্মা কমলপুরে নিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা সংগঠিত করেছেন বলে জানা যায়।কমলপুরের সেই দুর্ঘটনার স্থান থেকে প্রথমে মনু ফায়ার স্টেশনে আনা হয় প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি।তারপর সেখান থেকে কুন্তল দেববর্মা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি মেরামতি করার জন্য কৈলাশহর একটি গ্যারেজে নিয়ে আসেন।বর্তমানে সেই গ্যারেজে সরকারি গাড়ির মেরামতি চলছে। সেই সকল বিষয়ে প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ কৌষিক করকে স্টেশনে ছোট গাড়িটি নেই কেন সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, উনার উর্দতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইসিডিএফও কুন্তল দেববর্মা অফিশিয়ালি কাজের জন্য প্রায়ই প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটি নিয়ে থাকেন।ইদানিংকালেও নিয়ে গিয়েছিলেন আর সেটি কমলপুরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়।কিন্তু প্রেমতলা ফায়ার স্টেশনের ছোট গাড়িটা ছাড়াও যে আরো গাড়ির প্রয়োজন রয়েছে তা অকপটে স্বীকার করেন।ইনচার্জ আরো বলেন এই ছোট গাড়িটি না থাকাতে উনাদের চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।যেকোনো

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটার লিস্টের নাম তোলা এবং সংশোধনী বিষয়ে বিশেষ প্রচার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর।। ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ২০২১ সালে ভোটার লিস্টের নাম তোলা এবং নির্বাচন তালিকা নাম স্থানান্তরের আবেদন এবং সংশোধনের বিষয়ে বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু করে ।১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি থাকবে । বিশালগড় মহাকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে মাইক যুগে গাড়ি দিয়ে বিশালগড় মহাকুমার ১৫ কমলাসাগর বিধানসভা, ১৬ বিশালগড় বিধানসভা, ১৯ চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে মাইকে প্রচার অভিযান চালানো হয় । নতুন ভাবে নির্বাচন তালিকা প্রথম নাম অন্তর্ভুক্তি অথবা এক নির্বাচনক্ষেত্র থেকে অন্য নির্বাচন ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য গাড়ি দিয়ে বাজারে বাজারে ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ৬নং ফরম দেওয়া হচ্ছে । নির্বাচনী তালিকার নাম স্থানান্তরের আবেদন পত্র আটের ক ফর্ম দেওয়া হচ্ছে । বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বাজারগুলিতে অন্যদিকে ১৬ বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গানগর চেলিখলা , চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের লালসিংমুড়া, চড়িলাম বাজার, বিশ্রামগঞ্জ বাজার ইত্যাদি বাজার গুলিতে মাইকে প্রচার করে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক ভোটার লিস্টের ফরম দেওয়া হয় । যার যার বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলও কাছ থেকেও নির্বাচনী তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা অথবা নির্বাচনক্ষেত্র থেকে অন্য নির্বাচন ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য আবেদন পত্রের ফরম পাওয়া যাবে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশালগড় মহাকুমার প্রসাশনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বনধের মিশ্র সাড়া কর্ণাটকে, শুনশান মেট্রো-সড়ক

কর্ণাটক, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিভিন্ন কন্নড় সংগঠনের ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়ল কর্ণাটকে। শনিবার সকাল থেকেই শুনশান ছিল বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন রাস্তা, মেট্রো স্টেশনও ছিল জনশুন্য। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রীকেই সকালের দিকে মেট্রোয় যাত্রা করতে দেখা গিয়েছে। বেঙ্গালুরুর মতোই মহীশুর, হুবলি শহরেও বনধের মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে, মেট্রো চলাচল অথবা যানবাহন চলাচলে কোনও বিঘ্ন হয়নি। অনান্য দিনের তুলনায় এদিন বেঙ্গালুরুর রাস্তায় জনসাধারণের উপস্থিতি কম লক্ষ্য করা গিয়েছে।

মারাঠা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের প্রতিবাদে শনিবার কর্ণাটকে বনধের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন কন্নড় সংগঠন। কর্ণাটক বনধের আগেই এক হাজারের বেশি হিস্ট্রি-শিটারকে আটক করা হয়, এমনটাই জানিয়েছেন বেঙ্গালুরু পশ্চিম-এর ডিসিপি। এদিন সকালের দিকে বেঙ্গালুরু মেট্রোর বিভিন্ন স্টেশন জনশুন্য ছিল। বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে যাত্রীদের আগমণ হতে থাকে মেট্রো স্টেশনগুলিতে। কোপ্পালে গদগ-হোসাপেটে ৬৩ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রধান বাসস্ট্যান্ডে বনধের সমর্থনে প্রতিবাদ দেখান কন্নড় সংগঠনের কর্মীরা। চিত্রদূর্গা শহরে গান্ধী সার্কেলে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখানো হয়। সবমিলিয়ে কর্ণাটকে বনধের মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিকই ছিল।

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবকে এটিজিডিএ-র চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। খোয়াই হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (এটিজিডিএ)-র ফেইসবুক পেইজে প্রদত্ত একটি বিবৃতিকে ঘিরে কিছু কিছু সংবাদপত্র চিকিৎসকদের নিরাপত্তার প্রশে সরকারের বিরুদ্ধে এটিজিডিএ অনাস্থা ঘোষণা করেছে বলে সংবাদ পরিবেশন করেছে। এক্ষেত্রে এটিজিডিএ-র তরফে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আজ রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন, এটিজিডিএ সর্বদাই সরকারের পাশে থেকে সরকারের সুনামের জন্য চেষ্টা করে এসেছে। সংগঠন চায় তার সকল সদস্যগণ সরকারের হয়ে জনগণের সেবায় কাজ করুক। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে এটিজিডিএ সর্বদাই কাজ করে এসেছে। এটিজিডিএ কখনোই চায় না সরকারের কোনোরকম বদনাম বা অপ্রতিষ্ঠা হোক।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গতকাল খোয়াই হাসপাতালে একজন ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনায় এটিজিডিএ ফেইসবুক পেইজে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতি একটি তাৎক্ষণিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং কোনোভাবেই তা সরকারকে হেয় করার জন্য বা কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য নয়। যাতে ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনা প্রতিরোধে সরকার আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারজন্যই এই বহিঃপ্রকাশ।

এই ফেইসবুক বিবৃতি কোনোভাবেই এটিজিডিএ-র অফিসিয়াল বিবৃতি নয় এবং তা কোনও মিডিয়াকে প্রকাশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। অফিসিয়াল বিবৃতি বা মিডিয়া বিবৃতি দেওয়া হলে তা এটিজিডিএ-র অফিসিয়াল প্যাডে যথাযথ স্বাক্ষর সহ প্রকাশ করা হবে। কোনও কোনও প্রিন্ট মিডিয়া তাদের অনুমতি ছাড়াই এই বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করে ভ্রান্তি ছড়িয়েছে বলে এটিজিডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ফেসবুকে প্রকাশিত বিবৃতি যদি সরকারের সাথে এটিজিডিএ-র ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে থাকে সেক্ষেত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। মিডিয়াতে যাতে কোনও বিভ্রান্তি না ছড়ায় তারজন্য এটিজিডিএ আরও সতর্ক হবে বলেও জানানো হয়েছে। এটিজিডিএ সরকারকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, এই সংগঠন বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও সরকারের পাশে থাকবে, সরকারের মঙ্গলাকাঙ্খী হয়ে কাজ করে যাবে।

শিলাছড়ি ও ঘোড়াকাপ্পা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জনগণকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সচেষ্ট। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৪ ডিসেম্বর গোমতী জেলার শিলাছড়ি ও ঘোড়াকাপ্পা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা।

ঘোড়াকাপ্পা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকা। কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে ম্যালেরিয়া নিয়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ২৯৬ জনের এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ৪২ জনের ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে একজনের ম্যালেরিয়া পজেটিভ শনাক্ত হয়। ঘোড়াকাপ্পা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবেরও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। ৪ ডিসেম্বর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুটি প্রসব করানো হয়। গতমাসে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১২ জনের প্রসব করানো হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকর্তা লেবার রুম সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সমস্ত ধরণের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মীয়মান পরিকাঠামো সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এম সি এইচ ক্লিনিকটির যাতে আরও সুবন্দোবস্ত করা যায় তারজন্যও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ডা. রাধা দেববর্মা।

পরিদর্শনকালে গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. নিরুমোহন জমাতিয়া, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের আধিকারিক ডা. সুপ্রতিম বীরও অধিকর্তার সঙ্গে ছিলেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলায় আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং সকল স্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌছে দিতে গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি এবং আয়ুষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের এক অভিমুখী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে তনমূল স্তরে পরিষেবা পৌছে দেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিনে ৩০ জন আয়ুষ ডাক্তার এবং দ্বিতীয় দিনে ১১ জন রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্গত ডাক্তার সহ ১৯ জন আয়ুষ ফার্মাসিস্ট যোগদান করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে টিকাকরণ, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, তামাক নিয়ণ, কুষ্ঠরোগ নিয়ণ, রাষ্ট্রীয় কিশোর সুরক্ষা কার্যক্রম এবং কোভিড-১৯ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

নতুন সম্ভাবনার মশাল জ্বালিয়ে
jagarantripura
www.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।